ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার

কিতাবুত তালাক (তালাক পর্ব)

৪১. তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? তালাক কেন শরীয়তের সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল- বিশ্লেষণ কর। (ما التعريف اللغوي والشرعي للطلاق؟ حلل لماذا يعتبر الطلاق أبغض الحلال عند الشريعة)

৪২. তালাকের আরকানসমূহ ও তালাকদাতার (মুত্তাল্লিক) কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? তালাকের জন্য কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়? (ما هي أركان الطلاق وما هي الشروط اللازمة في المطلق؟ وما هي أنواع الألفاظ التي تستخدم للطلاق؟)

৪৩. সরীহ (প্রকাশ্য) তালাক এবং কিনায়া (অপ্রকাশ্য) তালাকের মধ্যে পার্থক্য কী? কিনায়া তালাকের ক্ষেত্রে নিয়তের ভূমিকা কী? (ما هو الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق بالكناية؟ وما هو دور النية في طلاق الكناية؟)

৪৪. তালাকের প্রকারভেদ (যেমন : তালাকুন আহসান, তালাকুন হাসান ও তালাকুন বিদআত) সবিস্তারে আলোচনা কর। এগুলোর ফিকহী বিধান কী? (ناقش بالتفصيل أنواع الطلاق (كطلاق الأحسن، وطلاق الحسن، وطلاق البدعة) - وما هي أحكامها الفقهية؟)

৪৫. তালাকুল বিদআত বলতে কী বোঝায়? হানাফি মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাকের বিধান হাশিয়া ইবনে আবিদীনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما المقصود بطلاق البدعة؟ حلل حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد عند المذهب الحنفي على ضوء حاشية ابن عابدين)

৪৬. তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার)-এর বিধান কী? রাজআত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর। (ما هو حكم رجعة الزوجة في الطلاق؟ ناقش شروط صحة الرجعة)

৪৭. মুত'আ (বিচ্ছেদের পর উপঢৌকন)-এর বিধান কী? কখন স্ত্রীকে মুত'আ প্রদান করা ওয়াজিব হয়- সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (ما هو حكم المتعة (الهبة (بعد الطلاق)؟ اشرح بالتفصيل متى تجب المتعة للزوجة

৪৮. খুলা (স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে তালাক)-এর সংজ্ঞা দাও। খুলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি ও এর ফলাফল কী? (عرف الخلع - ما هي شروط صحة الخلع وماذا يترتب عليه؟)

৪৯. ফাসখুন নিকাহ (কাজী মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ)-এর কারণগুলো কী কী? কখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তালাক চাওয়ার অধিকার সৃষ্টি হয়? (ما هي أسباب فسخ النكاح (فسخ الزواج عن طريق القاضي)؟ ومتى ينشأ حق الزوج والزوجة في طلب الطلاق؟)

৫০. ইলা (স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম) ও যিহার (মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করা) এর বিধান কী? এগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) কীভাবে আদায় করতে হয়? (ما هو حكم الإيلاء والظهار؟ وكيف يتم أداء الكفارة في هذه الحالات؟)

৫১. তাফভীযুত তালাক (তালাকের অধিকার স্ত্রীকে অর্পণ)-এর সংজ্ঞা কী? এর বিভিন্ন প্রকারভেদ (যেমন আমরুকি বিয়াদিকি) ও বিধান আলোচনা কর। (ما هو تعريف تفويض الطلاق للزوجة؟ ناقش أنواعها وأحكامها (مثل أمرك بيدك)

৫২. তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের বিধান কী? শর্তাধীন তালাক (তালাকুন মুআল্লাক) কখন কার্যকর হয়? (ما هو حكم اشتراط الشروط في الطلاق؟ ومتى يقع الطلاق المعلق على شرط؟)

৫৩. ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। (حلل الفروق بين "الطلاق" و"الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة)

৫৪. রাজয়ী তালাক ও বাইন তালাকের মধ্যকার মূল পার্থক্য কী? বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান কী? (ما هو الفرق الأساسي بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ وما هو حكم الزواج مرة أخرى بعد الطلاق البائن؟)

৫৫. ইদ্দত (ইদ্দত শেষ হওয়া)-এর পর রাজয়ী তালাকের বিধান কী হয়? এক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কী কী শর্ত প্রযোজ্য? (ما هو حكم الطلاق الرجعي بعد حلول العدة؟ وما هي الشروط التي تنطبق على الزواج مرة أخرى في هذه الحالة؟)

৫৬. ফাতওয়া ও হাশিয়ার আলোকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর আকল ও ইখতিয়ার (বিবেচনাবোধ ও স্বেচ্ছাধীনতা)-এর ভূমিকা আলোচনা কর। (ناقش دور العقل والاختيار للزوج في إيقاع الطلاق على ضوء الفتاوى والحاشية)

৫৭. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার ভিত্তিতে তালাক প্রদানের সময় স্বামীর ক্রোধ বা রাগের বিধান কী? (ما هو حكم غضب الزوج عند إيقاع الطلاق على أساس حاشية ابن عابدين؟)

৫৮. কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী কাজীর (বিচারক) মাধ্যমে তালাকের দাবি করতে পারে? হানাফি ফিকহে 'তাফরীক' (বিচ্ছেদ)-এর বিধানগুলো আলোচনা কর। (في أي حالات يحق للزوجة المطالبة بالطلاق عن طريق القاضي؟ ناقش أحكام "التفريق" في الفقه الحنفي)

৫৯. তালাক সংক্রান্ত মাসয়ালাগুলোতে 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক' (মূলনীতি থেকে মাসয়ালা বের করা ও প্রমাণিত করা)-এর ক্ষেত্রে হাশিয়ার ভূমিকা কী? (ما هو دور الحاشية في "التوليد" و "التحقيق" للمسائل المتعلقة بالطلاق؟)

৬০. ফিকহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবুত তালাকের কোন কোন জটিল মাসয়ালাকে সহজ করে উপস্থাপন করেছে- বিশ্লেষণ কর। (حلل المسائل المعقدة التي سهلها كتابا "الدر المختار" و "رد المحتار" في كتاب الطلاق من بين الكتب الفقهية)

প্রশ্ন-৪১: তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? তালাক কেন শরীয়তের সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল—বিশ্লেষণ কর।
ما التعريف اللغوي والشرعي للطلاق؟ حلل لماذا يعتبر الطلاق أبغض الحلال عند الشريعة)

ভূমিকা:

মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন হলো বিবাহ। ইসলাম এই বন্ধনকে আমৃত্যু অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বনিবনা না হলে, জুলুম ও অশান্তি থেকে মুক্তির পথ হিসেবে ইসলাম 'তালাক' বা বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রেখেছে। তবে ইসলামে তালাক বৈধ হলেও তা উৎসাহিত কোনো বিষয় নয়। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় একে 'আবগাদুল হালাল' বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল বলা হয়েছে। নিম্নে তালাকের সংজ্ঞা ও এর নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করা হলো।

১. তালাকের আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي):

'তালাক' (الطلاق) শব্দটি আরবি 'ইতলাক' (الإطلاق) ধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো কোনো কিছুকে মুক্ত করে দেওয়া বা বাঁধন খুলে দেওয়া।

আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব'-এ বলা হয়েছে:

الطَّلَاقُ: رَفْعُ الْقَيْدِ, وَتَخْلِيَةُ الشَّيْءِ

অর্থ: "তালাক হলো বাঁধন উঠিয়ে নেওয়া এবং কোনো বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া।"

উদাহরণস্বরূপ, আরবীতে বলা হয়, 'তালাকাতিন নাকাতু' (উটনিটি রশি মুক্ত হয়েছে) বা 'তালাকাল আসিরু' (বন্দীটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে)। পারিভাষিক অর্থে, বিবাহের শক্ত গিট বা বন্ধন খুলে স্ত্রীকে মুক্ত করে দেওয়াকেই তালাক বলা হয়।

২. তালাকের পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):

শরিয়তের পরিভাষায় ফিকহবিদগণ তালাকের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' ও 'কানযুদ দাকায়িক'-এর ভাষ্যমতে:

আরবি ইবারত: هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ.

অর্থ: "নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বা ভবিষ্যতে বিবাহের বাঁধন (মালিকানা) উঠিয়ে নেওয়া বা রহিত করাকে তালাক বলা হয়।"

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা:

- **রফ'উ কাইদিন নিকাহ:** অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর ওপর যে অধিকার লাভ করেছিল, তা বাতিল করা।
- **ফিল হাল:** তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হওয়া (যেমন: তালাকে বাইন)।
- **ফিল মা'আল:** ভবিষ্যতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর কার্যকর হওয়া (যেমন: তালাকে রাজয়ী)।
- **বি লফজিন মাকসুস:** নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ 'তালাক' শব্দ বা তার সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা।

তালাক 'সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল' হওয়ার বিশ্লেষণ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) তালাক সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

হাদিস: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

অর্থ: "আল্লাহর কাছে হালাল কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত বা অপছন্দনীয় কাজ হলো তালাক।" (সুনানে আবু দাউদ)

তালাক 'হালাল' হওয়া সত্ত্বেও কেন তা 'ঘৃণিত' বা অপছন্দনীয়—এর পেছনে ফিকহবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ নিম্নোক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন:

ক. শয়তানের প্ররোচনা ও আনন্দ:

হাদিসে বর্ণিত আছে, ইবলিস শয়তান তার সিংহাসন পানির ওপর স্থাপন করে তার চ্যালাদের পাঠায় ফেতনা সৃষ্টির জন্য। দিনশেষে যে শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, ইবলিস তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে, "তুমিই আসল কাজ করেছ।" কারণ, পরিবার ধ্বংস হলে সমাজ ধ্বংস হয়, যা শয়তানের মূল লক্ষ্য।

খ. আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা:

বিবাহ আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত ও রহমত। এর মাধ্যমে মানুষের চরিত্র হেফাজত হয় এবং বংশবৃদ্ধি ঘটে। বিনা কারণে বা সামান্য অজুহাতে তালাক দেওয়া মানে হলো আল্লাহর এই নেয়ামতের নাশোকরি বা অকৃতজ্ঞতা করা। আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন, "প্রয়োজন ছাড়া তালাক দেওয়া মূলত নির্বুদ্ধিতা এবং নেয়ামতের কুফরি।"

গ. পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়:

তালাকের মাধ্যমে শুধু দুজন মানুষের সম্পর্ক ভাঙ্গে না, বরং দুটি পরিবারের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে:

- সন্তানেরা পিতৃস্নেহ ও মাতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হয়।
- তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
- সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

ঘ. শরিয়তের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া:

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি ও মায়া-মমতা সৃষ্টি (সূরা রুম: ২১)। তালাক সেই উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেয়। তাই শরিয়ত তালাককে চূড়ান্ত চিকিৎসার মতো রেখেছে—যেমন পচন ধরলে শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলতে হয়, তেমনি সংসারে চরম অশান্তি হলে তখনই কেবল তালাক প্রয়োগ করা বৈধ।

উপসংহার:

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তালাক ইসলামি শরিয়তে অনুমোদিত হলেও এটি কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়। এটি একটি বৈধ কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত সমাধান। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর মতে, "বিনা প্রয়োজনে তালাক দেওয়া হারাম হওয়ার কাছাকাছি।" তাই একান্ত বাধ্য না হলে এবং সংশোধনের সকল পথ রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-৪২: তালাকের আরকানসমূহ ও তালাকদাতার (মুত্তাল্লিক) কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? তালাকের জন্য কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়?
ما هي أركان الطلاق وما هي الشروط اللازمة في المطلق؟ وما هي أنواع (الألفاظ التي تستخدم للطلاق؟)

ভূমিকা:

তালাক একটি স্পর্শকাতর বিষয়। মুখের কথাতেই এটি কার্যকর হয়ে যায়, তাই এর জন্য নির্দিষ্ট রুকন বা স্তম্ভ এবং তালাকদাতার যোগ্যতা থাকা জরুরি। হানাফি ফিকহে তালাকের রুকন এবং শর্তাবলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে কেউ অনধিকারচর্চা বা ভুলবশত তালাক দিয়ে না ফেলে। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. তালাকের রুকনসমূহ (أركان الطلاق):

রুকন হলো কোনো জিনিসের মূল সত্তা, যা ছাড়া ওই জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করে না। তালাকের রুকন নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ না থাকলেও উপস্থাপনায় ভিন্নতা রয়েছে।

- হানাফি মাজহাব মতে: তালাকের রুকন বা মূল স্তম্ভ মাত্র একটি। তা হলো 'সিগাহ' (الصيغة) বা শব্দ প্রয়োগ।

স্বামী যখন তালাকের অর্থবোধক কোনো শব্দ স্ত্রীর দিকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করে, তখনই তালাকের রুকন পাওয়া যায়। এই শব্দ প্রয়োগ ছাড়া মনে মনে হাজারবার তালাকের চিন্তা করলেও তালাক হবে না।

২. তালাকদাতার (মুত্তাল্লিকের) শর্তাবলি (شروط المطلق):

যেকোনো ব্যক্তির তালাক শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তালাকদাতা অর্থাৎ স্বামীকে তালাক প্রদানের যোগ্য হতে হলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকতে হবে:

ক. আকল বা সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل):

তালাকদাতাকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল (মাজনুন), মস্তিষ্কবিকৃত বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না। কারণ, তাদের ভালো-

মন্দ বোঝার ক্ষমতা নেই। রাসুল (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (তাদের কাজের হিসাব নেই): ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল এবং নাবালক।"

খ. বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ):

তালাকদাতাকে অবশ্যই বালেগ হতে হবে। নাবালক ছেলে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তা ধর্তব্য হবে না। অভিভাবকও নাবালকের পক্ষে তালাক দিতে পারে না।

গ. জাগ্রত থাকা (اليقظة):

ঘুমন্ত বা অবচেতন অবস্থায় বিড়বিড় করে তালাক দিলে তা পতিত হবে না। তালাকদাতাকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য (হানাফি মাযহাবের স্বাতন্ত্র্য):

হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, তালাকদাতার 'ইচ্ছাশক্তি' বা সন্তুষ্টি শর্ত নয়। অর্থাৎ:

- **জোরপূর্বক তালাক (তালাক-ই-মুকরাহ):** কেউ যদি কাউকে হত্যার হুমকি দিয়ে বা জোর করে তালাক দেওয়ায়, তবে হানাফি মতে সেই তালাক **কার্যকর হয়ে যাবে**। (যদিও কাজটি গুনাহের)।
- **মদপানে মাতাল:** হারাম বস্তু বা মদ পান করে মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে হানাফি মতে তা পতিত হবে, যাতে সে শাস্তি হিসেবে এর কঠোরতা ভোগ করে। তবে ঔষধ বা হালাল পানীয় খেয়ে বেহুঁশ হলে তালাক হবে না।

৩. তালাকের শব্দাবলি (أنواع ألفاظ الطلاق):

তালাক প্রদানের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলিকে ফিকহবিদগণ প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। শব্দের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করা হয়েছে।

(১) সরীহ বা স্পষ্ট শব্দ (اللفظ الصريح):

যেসব শব্দ মানুষের প্রচলিত ভাষায় একমাত্র তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না, তাকে সরীহ শব্দ বলে।

- **উদাহরণ:** স্বামী বলল, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" (أنت طالق) বা "তোমাকে বর্জন করলাম"।
- **বিধান:** সরীহ শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্বামীর মনে তালাকের **নিয়ত বা ইচ্ছা থাকা জরুরি নয়**। এমনকি ঠাট্টা করে বা অভিনয় করে বললেও সরীহ শব্দে তালাক হয়ে যাবে।
- **ফলাফল:** সরীহ শব্দে সাধারণত 'তালাকে রাজয়ী' পতিত হয়, যার ফলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়।

(২) কিনায়া বা অস্পষ্ট শব্দ (اللفظ الكناية):

যেসব শব্দ দ্বারা তালাকও বুঝায় আবার অন্য অর্থও বুঝায়, সেগুলোকে কিনায়া শব্দ বলে। এসব শব্দ সাধারণত রাগ, অপমান বা প্রত্যাখ্যান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

- **উদাহরণ:** স্বামী বলল, "তুমি তোমার বাবার বাড়ি চলে যাও", "তোমার সাথে আমার লেনদেন শেষ", "তুমি আমার জন্য হারাম", "তোমার মুখ আমি দেখব না"।
- **বিধান:** এই শব্দগুলো বলার সময় স্বামীর মনে যদি তালাকের **নিয়ত (Intention)** থাকে, তবেই তালাক হবে। আর যদি নিয়ত না থাকে (বরং শুধু ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে), তবে তালাক হবে না।
- **ফলাফল:** কিনায়া শব্দে তালাক দিলে সাধারণত 'তালাকে বাইন' পতিত হয়, যার ফলে বিবাহ সাথে সাথে ভেঙ্গে যায় এবং নতুন করে বিবাহ ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তালাকদাতার আকল ও বালিগ হওয়া প্রধান শর্ত। আর শব্দের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ,

সরীহ শব্দে অনিচ্ছাকৃতভাবেও তালাক হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-৪৩: সরীহ (প্রকাশ্য) তালাক এবং কিনায়া (অপ্রকাশ্য) তালাকের মধ্যে পার্থক্য কী? কিনায়া তালাকের ক্ষেত্রে নিয়তের ভূমিকা কী?
(ما هو الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق بالكناية؟ وما هو دور النية في طلاق الكناية؟)

ভূমিকা:

ফিকহুল মুয়াশারাহ বা পারিবারিক আইনে তালাকের শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী কোন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে তালাকের হুকুম, ইদ্দত এবং ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান পরিবর্তিত হয়। উসুলুল ফিকহের ভিত্তিতে তালাকের শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: সরীহ (সুস্পষ্ট) এবং কিনায়া (ইঙ্গিতবহ)। নিম্নে এই দুই প্রকারের পার্থক্য এবং নিয়তের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. সরীহ ও কিনায়া তালাকের বিস্তারিত পার্থক্য (الفرق بين الصريح والكناية):

শিক্ষার্থীদের সহজে বোঝার সুবিধার্থে পার্থক্যগুলো ছক আকারে এবং বিশ্লেষণমূলকভাবে উপস্থাপন করা হলো:

পার্থক্যের ভিত্তি	সরীহ তালাক (الطلاق الصريح)	কিনায়া তালাক (الطلاق بالكناية)
১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য	যে শব্দ শুনলে তালাক ছাড়া অন্য কোনো অর্থ শ্রোতার মাথায় আসে না। এটি তালাকের জন্যই নির্ধারিত।	যে শব্দে তালাক এবং অন্য অর্থ—উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।
২. নিয়ত বা ইচ্ছা	তালাক পতিত হওয়ার জন্য **নিয়তের প্রয়োজন নেই**। হাসি-তামাশা বা রাগের মাথায় বললেও তালাক হয়ে যাবে।	তালাক পতিত হওয়ার জন্য **নিয়ত থাকা আবশ্যক** অথবা পরিস্থিতির দাবি (দালালাতুল হাল) থাকতে হবে।

৩. তালাকের ধরণ	সরীহ শব্দে সাধারণত **'তালাকে রাজয়ী'** (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক) পতিত হয়।	কিনায়া শব্দে সাধারণত **'তালাকে বাইন'** (বিচ্ছেদকারী তালাক) পতিত হয়।
৪. রাজআতের সুযোগ	ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে, নতুন বিবাহের প্রয়োজন হয় না।	তালাক হওয়ার সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন মহর ও সাক্ষীর মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ করতে হয়।
৫. শব্দের উদাহরণ	"তোমাকে তালাক দিলাম", "তালাক, তালাক, তালাক"।	"বের হয়ে যাও", "তুমি আজ থেকে মুক্ত", "তোমার লজ্জা থাকা উচিত" (যদি তালাকের নিয়তে বলে)।

২. কিনায়া তালাকের ক্ষেত্রে নিয়তের ভূমিকা (دور النية في الكناية):

কিনায়া বা অস্পষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে 'নিয়ত' (Intention) হলো তালাক কার্যকর হওয়ার মূল চাবিকাঠি। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

হাদিস: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ: "সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

যেহেতু কিনায়া শব্দগুলো একাধিক অর্থ বহন করে, তাই বক্তা (স্বামী) কী উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছে, তা তার নিয়ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। হানাফি ফিকহে কিনায়া শব্দে নিয়তের ভূমিকা তিনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়:

ক. সাধারণ অবস্থা (রিজা বা সন্তুষ্টির সময়):

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় স্বামী যদি বলে "তুমি চলে যাও" বা "তুমি মুক্ত"—

- যদি তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তালাক হবে।
- যদি তালাকের নিয়ত না থাকে, তবে তালাক হবে না।

খ. রাগের অবস্থা (গজব):

ঝগড়া বা রাগের সময় যদি স্বামী কিনায়া শব্দ ব্যবহার করে (যেমন: "দূর হ আমার সামনে থেকে"), তবে হানাফি ফিকহের কিছু কিতাব মতে এখানে নিয়ত প্রবল ধরা হয়।

- তবে অধিকাংশ কিনায়া শব্দের ক্ষেত্রে রাগের সময়েও **নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না**। কারণ রাগ প্রকাশ করতেও মানুষ এসব শব্দ বলে।

গ. তালাক নিয়ে আলোচনার সময় (মুজাকারাতুত তালাক):

যদি স্ত্রী তালাক চায় অথবা তালাক নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, তখন স্বামী যদি বলে "ঠিক আছে, তুমি চলে যাও" বা "বোরকা পর"—

- এমতাবস্থায় পরিস্থিতি (Context) সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এটি তালাক। তাই এখানে স্বামীর মুখে নিয়তের কথা স্বীকার না করলেও কাজীর বিচারে তালাক সাব্যস্ত হতে পারে। একে ফিকহের ভাষায় **'দালালাতুল হাল'** (পরিস্থিতিগত প্রমাণ) বলা হয়।

৩. কিনায়া শব্দের প্রকারভেদ ও নিয়ত:

'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে কিনায়া শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং নিয়তের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

১. **প্রত্যাখ্যানমূলক শব্দ:** যেমন—"বের হয়ে যাও"। এতে নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না।

২. **জবাবমূলক শব্দ:** যেমন—"তোমার যা ইচ্ছা করো"। এতেও নিয়ত জরুরি।

৩. **গালি বা অভিশাপমূলক শব্দ:** যেমন—"তুমি বেশরম"। এতে তালাক হওয়ার সম্ভাবনা কম, যদি না খুব দৃঢ় নিয়ত থাকে।

উপসংহার:

সরীহ তালাক একটি ধারালো তরবারির মতো, যা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বের করলেই কেটে যায়। পক্ষান্তরে, কিনায়া তালাক হলো এমন একটি তীর, যা লক্ষ্যবস্তুতে (তালাকে) আঘাত করার জন্য ধনুকের (নিয়তের) প্রয়োজন হয়। তাই কিনায়া শব্দের ক্ষেত্রে স্বামীর অন্তরের সংকল্পই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।

প্রশ্ন-৪৪: তালাকের প্রকারভেদ (যেমন : তালাকুন আহসান, তালাকুন হাসান ও তালাকুন বিদআত) সবিস্তারে আলোচনা কর। এগুলোর ফিকহী বিধান কী?
ناقش بالتفصيل أنواع الطلاق (كطلاق الأحسن، وطلاق الحسن، وطلاق البدعة) - وما هي أحكامها الفقهية؟

ভূমিকা:

ইসলামে তালাক একটি বৈধ কিন্তু অপছন্দনীয় কাজ। তবে যদি তালাক দিতেই হয়, তবে শরিয়ত তার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুন্দর পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রীর ফিরে আসার সুযোগ থাকে এবং বিদ্বেষ কম ছড়ায়। সুন্নাহ অনুসরণ ও বর্জনের ভিত্তিতে তালাককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: তালাকুন আহসান, তালাকুন হাসান এবং তালাকুন বিদআত। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এগুলোর পদ্ধতি ও বিধান নিচে আলোচনা করা হলো।

তালাকের শ্রেণিবিন্যাস (Classification):

পদ্ধতিগত দিক থেকে তালাক তিন প্রকার:

১. তালাকুন আহসান (সর্বোত্তম তালাক)।

২. তালাকুন হাসান (উত্তম তালাক)।

৩. তালাকুন বিদআত (শরিয়ত গর্হিত বা পাপপূর্ণ তালাক)।

১. তালাকুন আহসান (সর্বোত্তম পদ্ধতি):

সংজ্ঞা: যে পদ্ধতিতে তালাক দিলে স্বামীর জন্য পাপ হয় না এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার (রাজআত) পূর্ণ সুযোগ থাকে, তাকে তালাকুন আহসান বলে। এটিই শরিয়তের সবচেয়ে পছন্দনীয় পদ্ধতি।

পদ্ধতি:

- স্ত্রী যখন হায়েজ (মাসিক) থেকে পবিত্র হবে, তখন স্বামী তার সাথে **কোনো প্রকার দৈহিক মিলন (সহবাস) না করে** 'এক তালাক' প্রদান করবে।
- এরপর স্ত্রীকে তার ইদ্দত (তিনটি হায়েজ বা ঋতুস্রাব) পালন করতে দেবে।

- ইদ্দতের মধ্যে আর কোনো তালাক দেবে না।

ফিকহী বিধানঃ

- **রাজআতঃ** ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামী চাইলেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।
- **বাইনঃ** ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এটি 'এক তালাকে বাইন' এ পরিণত হবে। তখন স্বামী চাইলে নতুন মহর ধার্য করে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে।
- **ফজিলতঃ** এই পদ্ধতিতে তালাক দিলে স্বামী গুনাহগার হবে না এবং অনুশোচনার সুযোগ থাকবে।

২. তালাকুন হাসান (উত্তম পদ্ধতি):

সংজ্ঞা: আহসানের পরেই এর স্থান। এটিও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হিসেবে গণ্য। একে 'তালাকুস সুন্নাহ'-ও বলা হয়।

পদ্ধতিঃ

- যার সাথে সহবাস হয়েছে, এমন স্ত্রীকে **তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সময়ে (তুহুরে)** তিনটি তালাক দেওয়া।
- অর্থাৎ, প্রথম পবিত্রতায় এক তালাক, দ্বিতীয় পবিত্রতায় দ্বিতীয় তালাক এবং তৃতীয় পবিত্রতায় তৃতীয় তালাক দেওয়া।
- **শর্তঃ** এই পবিত্র সময়গুলোর মধ্যে সহবাস করা যাবে না।

ফিকহী বিধানঃ

- তৃতীয় তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রী 'হারাম' (মুগাল্লাজা বাইন) হয়ে যাবে।
- এরপর স্বামী আর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং সাধারণ নিয়মে আর বিবাহও করতে পারবে না (যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে)।
- এটি জায়েজ, তবে আহসানের চেয়ে মর্তবায় নিচে।

৩. তালাকুন বিদআত (নিষিদ্ধ পদ্ধতি):

সংজ্ঞা: শরিয়ত নির্দেশিত নিয়ম লঙ্ঘন করে যে তালাক দেওয়া হয়। এটি হানাফি ফিকহে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

পদ্ধতি:

- একই মজলিসে বা এক সাথে **তিন তালাক** দেওয়া (যেমন: বলা "তোমাকে তিন তালাক দিলাম" বা তিনবার "তালাক" বলা)।
- অথবা, হায়েজ (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেওয়া।
- অথবা, যে পবিত্র সময়ে (তুহুরে) সহবাস হয়েছে, সেই সময়ে তালাক দেওয়া।

ফিকহী বিধান (Hukum):

- **কার্যকারিতা:** হানাফি মাজহাব ও চার ইমামের ঐকমত্যে, বিদআতি তরিকায় তালাক দিলেও **তালাক কার্যকর হয়ে যাবে**।
- **পাপ:** পদ্ধতিটি হারাম হওয়ায় স্বামী **মারাত্মক গুনাহগার** হবে। রাসুল (সা.) এ ধরনের তালাকদাতাকে ভর্ৎসনা করেছেন।

পার্থক্য ও তুলনামূলক ছক (Farq):

ভিত্তি	তালাকুন আহসান	তালাকুন হাসান	তালাকুন বিদআত
পদ্ধতি	এক তুহুরে ১ তালাক + ইদ্দত পালন।	৩ তুহুরে ৩ তালাক।	এক সাথে ৩ তালাক বা হায়েজ অবস্থায় তালাক।
বিধান	সুন্নাহসম্মত ও সর্বোত্তম।	সুন্নাহসম্মত ও জায়েজ।	হারাম ও বিদআত (তবে কার্যকর হয়)।
রাজআত	ইদ্দতের মধ্যে ফেরানো যায়।	৩য় তালাকের পর ফেরানো যায় না।	৩ তালাক হলে আর ফেরানো যায় না।

উপসংহার:

শরিয়তের দৃষ্টিতে 'তালাকুন আহসান' হলো সবচেয়ে নিরাপদ ও যৌক্তিক পদ্ধতি। এতে রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসার ভাঙ্গার ঝুঁকি কমে এবং

পুনর্মিলনের পথ খোলা থাকে। পক্ষান্তরে, তালাকুন বিদআত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় একটি ব্যাধি, যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন-৪৫: তালাকুল বিদআত বলতে কী বোঝায়? হানাফি মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাকের বিধান হাশিয়া ইবনে আবিদীনের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
(ما المقصود بطلاق البدعة؟ حلل حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد عند المذهب الحنفي على ضوء حاشية ابن عابدين)

ভূমিকা:

বর্তমান মুসলিম সমাজে তালাক নিয়ে সৃষ্ট জটিলতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ‘এক মজলিসে তিন তালাক’। আবেগ বা রাগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই একসাথে তিন তালাক দিয়ে বসে, যা পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হয়। হানাফি ফিকহের প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘হাশিয়া ইবনে আবিদীন’ (রদ্দুল মুহতার)-এ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও দলিলভিত্তিক ফয়সালা প্রদান করা হয়েছে।

তালাকুল বিদআতের পরিচয়:

‘বিদআত’ শব্দের অর্থ নতুন উদ্ভাবন বা শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। পরিভাষায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের শেখানো পদ্ধতির বিপরীতে যে তালাক দেওয়া হয়, তাকে তালাকুল বিদআত বলে।

এর মূল রূপ দুটি:

১. সংখ্যাগত বিদআত: এক সাথে তিন তালাক দেওয়া।

২. সময়গত বিদআত: হায়েজ অবস্থায় বা সহবাসযুক্ত তুহুরে তালাক দেওয়া।

হানাফি মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাকের বিধান:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এবং জুমহুর ফকিহদের মতে, কেউ যদি এক মজলিসে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে "তোমাকে তিন তালাক দিলাম" অথবা "তালাক, তালাক, তালাক"—

তবে এর বিধান নিম্নরূপ:

১. তালাক পতিত হওয়া:

এরূপ ক্ষেত্রে তিন তালাকই পতিত হবে। এটি 'তালাকে মুগাল্লাজা বাইন' হিসেবে গণ্য হবে।

২. বৈবাহিক সম্পর্ক:

স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামী চাইলেও আর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং নতুন করে বিবাহও করতে পারবে না।

৩. গুনাহ:

এভাবে তালাক দেওয়াটা হারাম এবং বিদআতি কাজ। এর জন্য স্বামী আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

হাশিয়া ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার'-এ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো:

- **মূলনীতি (Qaida):** শামী (রহ.) উল্লেখ করেন, "তালাক প্রদান পদ্ধতি অবৈধ বা হারাম হলেও, তালাকের শব্দ উচ্চারণ করলে তার ফলাফল (বিচ্ছেদ) অবশ্যই কার্যকর হবে।" তিনি উপমা দেন যে, কেউ যদি নিষিদ্ধ সময়ে (যেমন নামাজের সময়) কাউকে হত্যা করে, তবে হত্যা করা হারাম হলেও 'মৃত্যু' যেমন কার্যকর হয়, তেমনি নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে তালাক দিলেও 'তালাক' কার্যকর হয়।
- **হযরত ওমর (রা.)-এর ইজমা:** ইবনে আবিদীন (রহ.) দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন মানুষ এই পাপ কাজটি বেশি করতে শুরু করল, তখন তিনি শাস্তি হিসেবে এক মজলিসের তিন তালাককে 'তিন তালাক' হিসেবেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন (ইজমা)।
- **শব্দের শক্তি:** হানাফি উসুল অনুযায়ী, সংখ্যা উল্লেখ করলে (যেমন 'তিন') সেই সংখ্যাই ধর্তব্য হয়। এখানে নিয়তের কোনো প্রভাব থাকে না।

ভ্রান্ত ধারণা নিরসন:

বর্তমানে কোনো কোনো মহলে বলা হয়, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়। আল্লামা শামী (রহ.) এই মতকে 'শায' বা বিচ্ছিন্ন এবং হানাফি মাজহাবের উসুলের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, তিন তালাক এক সাথেই পতিত হয়।"

উপসংহার:

সারকথা হলো, হানাফি ফিকহ ও 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন'-এর আলোকে এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া শরিয়তে অত্যন্ত ঘৃণিত ও হারাম কাজ। কিন্তু কেউ যদি এই অন্যায় করে ফেলে, তবে তার স্ত্রী চিরতরে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে (যতক্ষণ না হালালা বা অন্য স্বামীর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে)। এটি শরিয়তের একটি কঠোর বিধান, যাতে মানুষ তালাক নিয়ে ছেলেখেলা না করে।

প্রশ্ন-৪৬: তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার)-এর বিধান কী? রাজআত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর।
(ما هو حكم رجعة الزوجة في الطلاق؟ ناقش شروط صحة الرجعة)

ভূমিকা:

ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। রাগের মাথায় তালাক দেওয়ার পর স্বামী যেন অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় সংসার জোড়া লাগাতে পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা 'রাজআত' বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান রেখেছেন। এটি কুরআনের একটি বিশেষ রহমত।

রাজআতের পরিচয় ও সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: 'রাজআত' (الرجعة) শব্দটি 'রুজু' থেকে এসেছে, যার অর্থ ফিরে আসা বা ফিরিয়ে নেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আল-ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়:

আরবি ইবারত: هِيَ اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بِلَا عِوَضٍ.

অর্থ: "কোনো বিনিময় ছাড়া তালাকে রাজয়ী-এর ইদ্দত চলাকালীন বিবাহের মালিকানা বা সম্পর্ক বহাল রাখাকে রাজআত বলে।"

রাজআতের বিধান (Hukum):

কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে: "তাদের স্বামীরা ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার।" (সূরা বাকারা: ২২৮)

- **হুকুম:** রাজআত করা স্বামীর জন্য জায়েজ। এটি স্ত্রীর সম্মতি বা কাজীর রায়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। স্বামী চাইলেই একতরফাভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।
- **ধরন:** এটি মূলত পূর্বের বিবাহেরই ধারাবাহিকতা, নতুন কোনো বিবাহ নয়।

রাজআত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (Shurut):

ফিকহবিদগণ রাজআত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত উল্লেখ করেছেন:

১. তালাক 'রাজয়ী' হওয়া:

তালাকটি অবশ্যই 'তালাকে রাজয়ী' হতে হবে। অর্থাৎ, এক বা দুই তালাক হতে হবে। যদি 'তালাকে বাইন' (যেমন তিন তালাক বা খুলার মাধ্যমে তালাক) হয়, তবে রাজআত করা যাবে না।

২. ইদ্দতের মধ্যে হওয়া:

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজটি অবশ্যই ইদ্দত (সাধারণত তিন হায়েজ বা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত) শেষ হওয়ার আগে হতে হবে।

- ইদ্দত শেষ হওয়ার এক মুহূর্ত পরেও আর রাজআত করা যাবে না। তখন সম্পর্ক ঠিক করতে চাইলে নতুন করে বিবাহ (আকদ) করতে হবে।

৩. সহবাসের পর তালাক হওয়া:

তালাকটি অবশ্যই 'দু খুল' বা সহবাসের পরে হতে হবে। সহবাসের আগে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হয় না, তাই রাজআতের সুযোগও থাকে না।

৪. বিনিময়হীন হওয়া:

রাজআত কোনো টাকার বিনিময়ে হতে পারবে না। যদি স্বামী বলে "১ লাখ টাকার বিনিময়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম", তবে এটি রাজআত হবে না, বরং নতুন চুক্তি বা বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে (যদি স্ত্রী রাজি থাকে)।

রাজআতের পদ্ধতি (Hanafi Perspective):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী রাজআত দুইভাবে হতে পারে:

ক. কথার মাধ্যমে (Bil Qawl):

স্বামী বলবে, "আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" (راجعتك) বা "রুজু করলাম"।

- **বিধান:** এটি সুন্নাহ ও উত্তম পদ্ধতি। এর জন্য দুইজন সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব, যাতে পরে অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

খ. কাজের মাধ্যমে (Bil Fi'l):

স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে স্বামীসুলভ আচরণ করে, যেমন—সহবাস করা, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা।

- **বিধান:** হানাফি মাজহাব মতে, এর মাধ্যমেও রাজআত হয়ে যাবে। তবে সাক্ষী না রেখে বা ঘোষণা না দিয়ে এমন করা মাকরুহ (অপছন্দনীয়), কারণ এতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। শাফেয়ী মাজহাবে কথার ঘোষণা ছাড়া রাজআত হয় না।

উপসংহার:

রাজআত হলো পারিবারিক ভাঙ্গন রোধে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ। তবে এই সুযোগের অপব্যবহার করা উচিত নয়। ইদ্দত পার হয়ে গেলে যেমন এই সুযোগ থাকে না, তেমনি তিন তালাক দিলেও এই দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই ইদ্দতের সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-৪৭: মুত'আ (বিচ্ছেদের পর উপঢৌকন)-এর বিধান কী? কখন স্ত্রীকে মুত'আ প্রদান করা ওয়াজিব হয়—সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।

ما هو حكم المتعة (الهبة بعد الطلاق)؟ اشرح بالتفصيل متى تجب المتعة (للزوجة)

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়ত পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের পরেও মানবিকতা ও সৌজন্যবোধ বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তালাকপ্রাপ্তা নারীর মানসিক কষ্ট লাঘব এবং তাকে সম্মানজনকভাবে বিদায় জানানোর জন্য শরিয়ত স্বামীর ওপর 'মুত'আ' বা বিশেষ উপঢৌকন প্রদানের বিধান রেখেছে। এটি নারীদের প্রতি ইসলামের মহানুভবতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১. মুত'আ-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক অর্থ: 'মুত'আ' (المتعة) শব্দটি 'তামাত্তু' (التمتع) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো উপকৃত হওয়া বা ভোগ করা। পারিভাষিক অর্থে, তালাকের পর স্ত্রীকে সান্ত্বনা হিসেবে যে সম্পদ বা বস্ত্রাদি দেওয়া হয়, তাকে মুত'আ বলে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আল-ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়:

আরবি ইবারত: هِيَ مَالٌ يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ لِمُطَلَّقَتِهِ جَبْرًا لِخَاطِرِهَا وَإِزَالَةً لِلْوَحْشَةِ عَنْهَا.

অর্থ: "মুত'আ হলো এমন সম্পদ যা স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে প্রদান করে তার মনোকষ্ট দূর করার জন্য এবং একাকীত্ব বা বিচ্ছেদের বেদনা লাঘব করার জন্য।"

২. মুত'আ প্রদানের হুকুম ও প্রকারভেদ (Hukum):

ফিকহবিদগণ কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহর আলোকে মুত'আ প্রদানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর বিস্তারিত বিধান নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. মুত'আ প্রদান করা ওয়াজিব (আবশ্যক):

হানাফি মাজহাব মতে, শুধুমাত্র একটি বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীকে মুত'আ দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

- শর্তাবলি:

১. বিবাহের সময় মহর ধার্য করা হয়নি (তাকফিজ)।

২. অথবা মহর ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু তা বাতিল হয়ে গেছে।

৩. এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সহবাস (দুখুল) বা খলওয়াতে সহিহা (একান্তে অবস্থান) হয়নি।

৪. এমতাবস্থায় যদি স্বামী তালাক দেয়।

- **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা বলেন:

আরবি: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ

অর্থ: "তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তাদের স্পর্শ করোনি অথবা তাদের জন্য কোনো মহর ধার্য করোনি। তবে তাদেরকে কিছু সামগ্রী (মুত'আ) দাও।" (সূরা বাকারা: ২৩৬)

খ. মুত'আ প্রদান করা মুস্তাহাব (উত্তম):

উপরোক্ত অবস্থা ছাড়া অন্য সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব। বিশেষ করে:

- যার মহর ধার্য ছিল এবং সহবাসের পর তালাক হয়েছে।
- যার মহর ধার্য ছিল এবং সহবাসের আগে তালাক হয়েছে (এক্ষেত্রে অর্ধেক মহর দেওয়া ওয়াজিব, এর সাথে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব)।

৩. মুত'আ-এর পরিমাণ ও বিবরণ (Quantity):

ওয়াজিব মুত'আ-এর পরিমাণ সম্পর্কে ফিকহবিদগণ নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

- পোশাকের বিবরণ: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মুত'আ হিসেবে স্ত্রীকে কমপক্ষে তিনটি পোশাক দিতে হবে, যা তার নামাজের জন্য যথেষ্ট। এগুলো হলো:

১. দির'আ (কামিজ বা জামা)।

২. খিমার (ওড়না বা মস্তকাবরণী)।

৩. মিলহাফা (চাদর বা বোরকা)।

- **মান (Quality):** স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাকের মান নির্ধারিত হবে। ধনী হলে উন্নত মানের এবং গরিব হলে সাধারণ মানের।
- **সর্বোচ্চ সীমা:** এর মূল্য কোনোভাবেই 'মহরে মিসল' (স্ত্রীর সমগোত্রীয় নারীদের মহর)-এর অর্ধেকের বেশি হবে না।

মুত'আ ও মহরের মধ্যে পার্থক্য (Farq):

বিষয়	মহর (المهر)	মুত'আ (المتعة)
১. ভিত্তি	বিবাহের আকদের কারণেই মহর ওয়াজিব হয়।	তালাকের কারণে নির্দিষ্ট শর্তে ওয়াজিব হয়।
২. পরিমাণ	নির্ধারিত অর্থ বা সম্পদ (কমপক্ষে ১০ দিরহাম)।	সাধারণত ৩টি পোশাক বা সমপরিমাণ সম্পদ।
৩. প্রাপ্যতা	সহবাস হোক বা না হোক, মহর (পূর্ণ বা অর্ধেক) প্রাপ্য।	সব ক্ষেত্রে প্রাপ্য নয়, বিশেষ শর্তে ওয়াজিব।

উপসংহার:

মুত'আ কেবল একটি আর্থিক লেনদেন নয়, বরং এটি ইসলামি শিষ্টাচার বা আদবের অংশ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও যেন তিক্ততা চরম পর্যায়ে না পৌঁছায় এবং নারী যেন সামাজিকভাবে হেয় না হয়, সে জন্যই এই বিধান। এটি তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতি সহমর্মিতার প্রতীক।

প্রশ্ন-৪৮: খুলা (স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে তালাক)-এর সংজ্ঞা দাও। খুলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি ও এর ফলাফল কী?
(عرف الخلع - ما هي شروط صحة الخلع وماذا يترتب عليه؟)

ভূমিকা:

দাম্পত্য জীবনে স্বামী যেমন তালাক দিতে পারেন, তেমনি স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে বসবাস করতে না চান বা ঘৃণা বোধ করেন, তবে তিনিও বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। স্ত্রীর অনুরোধে এবং সম্মতিতে অর্থের বিনিময়ে যে বিচ্ছেদ ঘটে, ইসলামি পরিভাষায় তাকে 'খুলা' বলা হয়।

১. খুলার সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক অর্থ: 'খুলা' (الخلع) শব্দের অর্থ হলো খুলে ফেলা বা অপসারণ করা। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাকস্বরূপ (সূরা বাকারা: ১৮৭), তাই বিচ্ছেদের মাধ্যমে তারা যেন সেই পোশাক খুলে ফেলে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

'রদ্দুল মুহতার' ও 'হেদায়া' গ্রন্থের মতে:

আরবি ইবারত: إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ.

অর্থ: "খুলা শব্দ বা সমার্থবোধক শব্দের মাধ্যমে স্ত্রীর সম্মতির ভিত্তিতে (সাধারণত মালের বিনিময়ে) বিবাহ বন্ধন বা মালিকানা ছিন্ন করাকে খুলা বলে।"

২. খুলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (Shurut):

খুলা একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। এটি কার্যকর হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যক:

ক. স্বামীর সম্মতি ও যোগ্যতা:

তালাকের মালিক যেহেতু স্বামী, তাই খুলার প্রস্তাবে স্বামীর রাজি থাকা অপরিহার্য। আদালতের মাধ্যমে জোর করে সাধারণ খুলা হয় না (তবে ফাসখ হতে পারে)। স্বামীকে বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে।

খ. স্ত্রীর সম্মতি ও যোগ্যতা:

যেহেতু এতে স্ত্রীর সম্পদের বিনিময় থাকে, তাই স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে। স্ত্রীকে বালেগ ও নিজের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব রাখার যোগ্য হতে হবে।

গ. বিনিময় বা ইওয়াজ (العوض):

সাধারণত খুলা অর্থের বিনিময়ে হয়। স্ত্রী তার মহর মাফ করে দেয় অথবা স্বামীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে।

- **মাসআলা:** যদি বিনিময়ের উল্লেখ না থাকে, তবুও হানাফি মতে খুলা কার্যকর হবে এবং তালাক হয়ে যাবে (তবে সম্পদ পাবে না)।

ঘ. নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ:

'খুলা' শব্দ বা এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা দ্বারা অর্থের বিনিময়ে বিচ্ছেদ বোঝায়। যেমন: "আমি তোমাকে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে খুলা করলাম"।

৩. খুলার বিধান ও ফলাফল (Hukum & Effects):

খুলা সম্পন্ন হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিচের বিধানগুলো কার্যকর হয়:

১. এক তালাকে বাইন:

হানাফি মাজহাব মতে, খুলার মাধ্যমে 'এক তালাকে বাইন' পতিত হয়।

- **ফলাফল:** স্বামী আর স্ত্রীকে রাজআত বা ফিরিয়ে নিতে পারে না। তবে উভয়ে একমত হলে নতুন মহর ও আকদের মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

২. আর্থিক দায়মুক্তি:

খুলার অন্যতম প্রধান ফলাফল হলো আর্থিক দাবিদাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া।

- চুক্তিতে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে, স্বামী স্ত্রীর পাওনা মহর থেকে মুক্তি পায়।
- স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তা আদায় করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব হয়।

৩. ইদ্দতের খরচ:

খুলা হলেও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে। হানাফি মতে, খুলার পরেও ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর ভরণপোষণ বা খোরপোশ স্বামীকেই বহন করতে হবে (যদি না স্ত্রী তা মাফ করে দেয়)।

স্বামীর জন্য সতর্কতা:

যদি স্বামী দোষী হয় বা স্বামীর অত্যাচারের কারণে স্ত্রী খুলা করতে বাধ্য হয়, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো অর্থ বা মহর ফেরত নেওয়া মাকরুহ তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি)। আর যদি স্ত্রী দোষী হয়, তবে স্বামীর জন্য মহরের সমপরিমাণ নেওয়া জায়েজ, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নেওয়া মাকরুহ।

উপসংহার:

খুলা হলো নারীদের জন্য একটি মুক্তির সনদ। যখন সাংসারিক বনিবনা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন খুলা একটি সম্মানজনক সমাধান। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীর ইচ্ছারও গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন-৪৯: ফাসখুন নিকাহ (কাজী মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ)-এর কারণগুলো কী কী? কখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তালাক চাওয়ার অধিকার সৃষ্টি হয়?

ما هي أسباب فسخ النكاح (فسخ الزواج عن طريق القاضي)؟ ومتى ينشأ حق الزوج والزوجة في طلب الطلاق؟

ভূমিকা:

সাধারণত তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাতে এবং খুলার ক্ষমতা উভয়ের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্বামী যদি তালাক বা খুলা কোনোটিই না দেয় এবং স্ত্রী যদি চরম জুলুম বা অসহায়ত্বের শিকার হয়, তখন কাজী বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোকে 'ফাসখুন নিকাহ' (فسخ النكاح) বলে। এটি বিচার বিভাগীয় বিচ্ছেদ।

১. ফাসখুন নিকাহ-এর পরিচয়:

'ফাসখ' শব্দের অর্থ বাতিল বা রহিত করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কাজীর রায়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ফাসখ বলে। এটি সাধারণ তালাক থেকে ভিন্ন, কারণ এতে স্বামীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।

২. ফাসখের কারণসমূহ (Asbab):

হানাফি ফিকহ এবং বাংলাদেশে প্রচলিত 'মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯' (যা মালেকি মাজহাবের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত)-এর আলোকে ফাসখের প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. স্বামী নিখোঁজ হওয়া (Mafqud):

যদি স্বামী নিরুদ্দেশ হয় এবং তার কোনো খোঁজ পাওয়া না যায়।

- **হানাফি মত:** দীর্ঘ সময় (সমবয়সীদের মৃত্যু পর্যন্ত বা ৯০ বছর) অপেক্ষা করতে হয়।
- **প্রচলিত আইন ও ফতোয়া:** দুর্ভোগ লাঘবে মালেকি মাজহাব অনুযায়ী **৪ বছর** অপেক্ষা করার পর কাজী বিচ্ছেদের রায় দিতে পারেন।

খ. ভরণপোষণ না দেওয়া (Nafaqa):

স্বামী যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে খোরপোশ না দেয় অথবা দিতে অক্ষম হয়।

- আইনে **২ বছর** ধরে ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রী ফাসখ চাইতে পারেন।

গ. স্বামী নপুংসক বা অক্ষম হলে (Impotence):

বিয়ের পর যদি প্রমাণিত হয় যে স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম (পুরুষত্বহীন)।

- এ ক্ষেত্রে কাজীকে জানালে কাজী স্বামীকে **এক বছর** সময় দেবেন চিকিৎসার জন্য। এরপরও অক্ষম থাকলে স্ত্রী চাইলে বিচ্ছেদ চাইতে পারেন।

ঘ. স্বামী পাগল বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে:

স্বামী যদি পাগল হয় অথবা কুষ্ঠ বা ধবল রোগের মতো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর, তবে ফাসখ চাওয়া যায়।

ঙ. স্বামীর নিষ্ঠুরতা বা জুলুম:

স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়মিত মারধর করে, অনৈতিক কাজে বাধ্য করে, বা অন্য কোনোভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে।

চ. খিয়ারুল বুলুগ (Option of Puberty):

নাবালক অবস্থায় পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবক বিয়ে দিলে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মেয়ে সেই বিয়ে অস্বীকার বা বাতিল করার অধিকার রাখে।

৩. স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের তালাক চাওয়ার অধিকার:

সাধারণত 'ফাসখ' স্ত্রীর অধিকার রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়। তবে নিচের ক্ষেত্রগুলোতে উভয়েই বিচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে পারে:

- **লি'আন (Li'an):** স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর অপবাদ দেয় এবং উভয়ে কসম খায়, তখন কাজীর মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়।
- **ধর্মত্যাগ (Irtidad):** স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে বিবাহ তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙে যায়। এটিও এক প্রকার ফাসখ।

ফাসখ ও তালাকের পার্থক্য (Table):

বিষয়	তালাক (الطلاق)	ফাসখ (الفسخ)
১. ক্ষমতা	সাধারণত স্বামীর হাতে থাকে।	কাজীর রায় বা আদালতের নির্দেশে হয়।
২. কারণ	কারণ ছাড়াও স্বামী তালাক দিতে পারে।	নির্দিষ্ট কারণ ও প্রমাণ ছাড়া ফাসখ হয় না।
৩. প্রকার	রাজয়ী বা বাইন হতে পারে।	ফাসখ সর্বদা 'বাইনে সুগরা' হয় (বিবাহ বাতিল)।

উপসংহার:

ফাসখুন নিকাহ ইসলামি পারিবারিক আইনের একটি অপরিহার্য রক্ষাকবচ। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীকে স্বামীর খামখেয়ালিপনার ওপর ছেড়ে দেয়নি। যখন অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন শরিয়ত কাজীর মাধ্যমে নারীকে মুক্তির পথ দেখায়।

প্রশ্ন-৫০: ইলা (স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম) ও যিহার (মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করা) এর বিধান কী? এগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) কীভাবে আদায় করতে হয়?

(ما هو حكم الإيلاء والظهار؟ وكيف يتم أداء الكفارة في هذه الحالات؟)

ভূমিকা:

ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগে নারীদের কষ্ট দেওয়ার জন্য পুরুষরা বিভিন্ন অমানবিক প্রথা ব্যবহার করত। এর মধ্যে 'ইলা' ও 'যিহার' অন্যতম। তারা স্ত্রীকে তালাকও দিত না, আবার স্ত্রীর অধিকারও দিত না—ঝুলিয়ে রাখত। ইসলাম এই প্রথাগুলোকে সংস্কার করে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং এগুলোর জন্য কঠোর বিধান ও কাফফারা নির্ধারণ করেছে।

১. ইলা (El'aa)-এর বিধান:

সংজ্ঞা: 'ইলা' শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী যদি আল্লাহ বা তাঁর গুণের কসম খেয়ে বলে যে, সে চার মাস বা তার বেশি সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না, তবে তাকে ইলা বলে।

- **উদাহরণ:** স্বামী বলল, "আল্লাহর কসম! আমি ৪ মাস তোমার কাছে আসব না।"

হুকুম (Ruling):

হানাফি মাজহাব মতে, ইলার বিধান দুই ধরনের হতে পারে:

- **কসম ভঙ্গের সুরত:** যদি স্বামী ৪ মাসের আগেই স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে বা সহবাস করে, তবে ইলা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু কসম ভঙ্গের কারণে তাকে **'কসমের কাফফারা'** দিতে হবে।
- **তালাক পতিত হওয়া:** যদি স্বামী ৪ মাস অতিবাহিত করে ফেলে এবং ফিরে না আসে, তবে ৪ মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে **'এক তালাকে বাইন'** পতিত হয়ে যাবে। তখন বিবাহ ভেঙে যাবে।

২. যিহার (Zihar)-এর বিধান:

সংজ্ঞা: 'যিহার' শব্দটি 'জহর' (পিঠ) থেকে এসেছে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এমন কোনো নারীর সাথে তুলনা করে, যাকে বিবাহ করা তার জন্য চিরস্থায়ী হারাম (যেমন: মা, বোন, মেয়ে)।

- **উদাহরণ:** স্বামী বলল, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।" (أنت علي كظهر أمي)

হুকুম (Ruling):

- যিহার করা **হারাম এবং কবিরা গুনাহ**। কুরআনে একে 'মিথ্যা ও জঘন্য কথা' বলা হয়েছে।
- **ফলাফল:** যিহার করার পর স্ত্রী তালাক হয় না, কিন্তু স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা স্বামীর জন্য **সম্পূর্ণ হারাম** হয়ে যায়। যতক্ষণ না স্বামী 'কাফফারা' আদায় করবে, ততক্ষণ এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

৩. কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি (Kaffara):

ইলা ও যিহারের কাফফারা ভিন্ন।

ক. ইলার কাফফারা (কসমের কাফফারা):

যদি স্বামী ৪ মাসের মধ্যে ফিরে আসে, তবে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে:

১. দশজন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়ানো।

২. অথবা দশজন মিসকিনকে পোশাক দেওয়া।

৩. এতে অক্ষম হলে একটানা তিন দিন রোজা রাখা।

খ. যিহারের কাফফারা:

যিহারের কাফফারা অত্যন্ত কঠোর এবং তা ধারাবাহিকভাবে (Tarteeb) আদায় করতে হয়। কুরআনের সূরা মুজাদালাহ-র নির্দেশ অনুযায়ী:

১. **গোলাম আজাদ করা:** (বর্তমানে দাসপ্রথা নেই)।

২. **রোজা রাখা:** যদি দাস মুক্ত করতে না পারে, তবে স্ত্রী স্পর্শ করার আগেই একাধারে **৬০টি (দুই মাস) রোজা** রাখতে হবে। মাঝখানে একদিনও ভাঙা যাবে না (নারীদের হায়েজ ছাড়া)। ভাঙলে আবার শুরু থেকে করতে হবে।

৩. **মিসকিন খাওয়ানো:** যদি রোজা রাখতে শারীরিকভাবে অক্ষম হয় (বৃদ্ধ বা অসুস্থ), তবে **৬০ জন মিসকিনকে** দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

উপসংহার:

ইলা ও যিহার মূলত নারীদের প্রতি মানসিক নির্যাতনের হাতিয়ার ছিল। ইসলাম ইলার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এবং যিহারের জন্য কঠোর কাফফারা নির্ধারণ করে স্বামীদের সতর্ক করেছে, যাতে তারা রাগের মাথায় এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা না বলে। এর মাধ্যমে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৫১: তাফভীযুত তালাক (তালাকের অধিকার স্ত্রীকে অর্পণ)-এর সংজ্ঞা কী? এর বিভিন্ন প্রকারভেদ (যেমন আমরুকি বিয়াদিকি) ও বিধান আলোচনা কর।
ما هو تعريف تفويض الطلاق للزوجة؟ ناقش أنواعها وأحكامها (مثل أمرك بيدك)

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে তালাকের মূল এখতিয়ার বা ক্ষমতা স্বামীর হাতে ন্যস্ত। কারণ, মহর ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা চুক্তির শর্ত হিসেবে স্বামী নিজের এই ক্ষমতা স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারেন। ফিকহের পরিভাষায় একে 'তাফভীযুত তালাক' (تفويض الطلاق) বলা হয়। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীদের সুরক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

১. তাফভীযুত তালাকের সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক অর্থ: 'তাফভীয' শব্দের অর্থ হলো সমর্পণ করা, দায়িত্ব দেওয়া বা ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া' ও 'রদ্দুল মুহতার'-এর ভাষ্যমতে:

আরবি ইবারত: هُوَ تَمْلِيْكُ الزَّوْجِ حَقَّ الطَّلَاقِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ.

অর্থ: "স্বামী কর্তৃক নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে তালাকের মালিকানা বা অধিকার স্ত্রীকে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করাকে তাফভীযুত তালাক বলে।"

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা: ক্ষমতা অর্পণ করার পরেও স্বামীর নিজস্ব তালাক দেওয়ার ক্ষমতা বাতিল হয় না। অর্থাৎ স্বামী নিজেও তালাক দিতে পারবে, আবার স্ত্রীও অর্পিত ক্ষমতা বলে নিজেকে তালাক দিতে পারবে।

২. তাফভীযের প্রকারভেদ ও বিধান (Types & Rulings):

তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যবহৃত শব্দের ওপর ভিত্তি করে তাফভীয প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

ক. আল-ইখতিয়ার (The Choice/ تخيير):

স্বামী স্ত্রীকে বলল, "ইখতারি" (اخْتَارِي) অর্থাৎ "তুমি পছন্দ করে নাও" বা "তোমার যা ইচ্ছা করো"।

- **বিধান:** এই শব্দ বলার সময় স্বামীর মনে তালাকের **নিয়ত থাকা আবশ্যক**।
- **সময়সীমা:** এই ক্ষমতাটি শুধুমাত্র ওই মজলিসের (বৈঠকের) জন্য সীমাবদ্ধ থাকে। স্ত্রী যদি ওই মজলিসেই বলে "আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম" বা "তালাক নিলাম", তবে 'এক তালাকে বাইন' পতিত হবে। আর যদি মজলিস ত্যাগ করে বা অন্য কাজে লিপ্ত হয়, তবে এই ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে।

খ. আল-আমর বিল-ইয়াদ (Matter in Hand/ الأمر باليد):

স্বামী স্ত্রীকে বলল, "আমরুকি বিয়াদিকি" (أَمْرُكِ بِيَدِكِ) অর্থাৎ "তোমার ব্যাপার বা বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম"।

- **বিধান:** এক্ষেত্রেও স্বামীর **নিয়ত থাকা আবশ্যক**।
- **সময়সীমা:** এটিও সাধারণত ওই মজলিসের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে। তবে স্বামী যদি শর্তযুক্ত করে দেয় (যেমন: "যখনই তুমি চাও"), তবে তা চিরস্থায়ী হতে পারে।
- **তালাকের ধরণ:** এর মাধ্যমে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিলে 'এক তালাকে বাইন' পতিত হয়। তবে স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে, তবে তিন তালাকই হবে।

গ. আল-মাশিয়াত (The Will/ المشيئة):

স্বামী তালাককে স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর ঝুলিয়ে দিল। বলল, "ইন শি'তি ফানতি তলিক" (إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) অর্থাৎ "যদি তুমি চাও, তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা"।

- **বিধান:** এখানে তালাক শব্দটি স্পষ্ট থাকায় স্বামীর **নিয়তের প্রয়োজন নেই**।
- **সময়সীমা:** এটিও মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত। তবে স্বামী যদি 'কুল্লামা' (যখনই) শব্দ ব্যবহার করে, তবে স্ত্রী আজীবন যেকোনো সময় এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে।

৩. কাবিননামায় তাফভীয (১৮ নং কলাম):

বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রি ফরমের (কাবিননামা) ১৮ নং কলামে স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হয়, "স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হইলো কি না?"

- স্বামী যদি এখানে "হ্যাঁ" বলে এবং শর্ত লিখে দেয় (যেমন: বনিবনা না হলে), তবে স্ত্রী সেই শর্ত সাপেক্ষে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। একে 'তালাক-ই-তাফভীয' বলে।
- এটি সাধারণত 'তালাকে বাইন' হিসেবে কার্যকর হয়।

উপসংহার:

তাফভীযুত তালাক নারীর ক্ষমতায়নের একটি অনন্য ইসলামি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, ইসলামে নারীর ইচ্ছারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে এই ক্ষমতা

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি প্রয়োগ করলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫২: তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের বিধান কী? শর্তাধীন তালাক (তালাকুন মুআল্লাক) কখন কার্যকর হয়?

(ما هو حكم اشتراط الشروط في الطلاق؟ ومتى يقع الطلاق المعلق على شرط؟)

ভূমিকা:

তালাক সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়। কিন্তু কখনো কখনো স্বামী তালাককে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা বা শর্তের সাথে যুক্ত করে দেন। ফিকহের পরিভাষায় একে 'তালাকে মুআল্লাক' বা শর্তাধীন তালাক বলা হয়। হানাফি মাজহাবে এর বিধান অত্যন্ত কঠোর এবং বিস্তারিত।

১. তালাকুন মুআল্লাক-এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: 'মুআল্লাক' অর্থ ঝুলন্ত বা স্থগিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আরবি ইবারত: هُوَ رَبْطُ حُصُولِ الطَّلَاقِ بِحُصُولِ شَيْءٍ آخَرَ مَعْدُومٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ.

অর্থ: "তালাক পতিত হওয়াকে ভবিষ্যতে হতে পারে এমন কোনো বিষয়ের সাথে যুক্ত করাকে তালাকে মুআল্লাক বলে।"

উদাহরণ: স্বামী বলল, "তুমি যদি বাবার বাড়ি যাও, তবে তুমি তালাক।"

২. শর্ত আরোপের বিধান (Hukum):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী শর্তাধীন তালাক সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

- **শর্তটি বর্তমানে অনুপস্থিত:** শর্তটি এমন হতে হবে যা বর্তমানে নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে। (যেমন: "যদি বৃষ্টি হয়")।

- **সম্ভব বিষয়:** অসম্ভব কোনো শর্ত দিলে তালাক কার্যকর হবে না। (যেমন: "যদি তুমি আকাশ স্পর্শ করতে পারো")।
- **সংযুক্তি (ইত্তেসাল):** তালাকের বাক্য এবং শর্তের বাক্যের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকা যাবে না।

৩. তালাক কখন কার্যকর হয়?

তালাকে মুআল্লাকের মূলনীতি হলো:

আরবি ইবারত: عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ

অর্থ: "শর্ত পাওয়া গেলেই শর্তযুক্ত বিষয়টি (তালাক) পাওয়া যাবে বা কার্যকর হবে।"

এক্ষেত্রে বিধানগুলো নিম্নরূপ:

- **শর্ত পূরণের আগে:** যতক্ষণ শর্ত পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তালাক হবে না এবং স্বামী-স্ত্রী স্বাভাবিক সংসার করতে পারবে।
- **শর্ত পূরণের সাথে সাথে:** যেই মুহূর্তে শর্তটি পাওয়া যাবে (যেমন: স্ত্রী বাবার বাড়ি গেল), ঠিক সেই মুহূর্তে তালাক পতিত হয়ে যাবে। এখানে স্বামীর নতুন করে নিয়ত বা ঘোষণার প্রয়োজন নেই।

৪. কসম হিসেবে তালাকের ব্যবহার (Yamin):

অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বা কোনো কাজ থেকে বারণ করার জন্য তালাকের শর্ত জুড়ে দেয়। একে 'ইয়ামিন' বা কসম বলা হয়।

- **হানাফি মাজহাব:** উদ্দেশ্য যাই হোক (ভয় দেখানো বা তালাক দেওয়া), শর্ত পাওয়া গেলেই **তালাক হয়ে যাবে**। স্বামী চাইলেও এই কথা ফিরিয়ে নিতে পারবে না বা বাতিল করতে পারবে না।
- **অন্যান্য মাজহাব (ইবনে তাইমিয়া রহ.):** যদি শুধু কসম বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে, তবে তালাক হবে না, বরং কসমের কাফফারা দিতে হবে। (তবে বাংলাদেশে হানাফি মাজহাব অনুসৃত হয় বলে তালাক কার্যকর হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয়)।

৫. শর্তাধীন তালাক কি বাতিল করা যায়?

হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর'-এর নীতি অনুযায়ী:

আরবি: اَلتَّعْلِيقُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ

অর্থ: "শর্তাধীন বিষয় বাতিলযোগ্য নয়।"

অর্থাৎ, একবার স্বামী মুখ দিয়ে শর্ত বলে ফেললে, সে আর তা প্রত্যাহার করতে পারে না। শর্ত পূরণ হলেই তালাক হবে।

উপসংহার:

তালাকে মুআল্লাক একটি বিপজ্জনক বিষয়। রাগের মাথায় বা স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে অনেকেই এমন শর্ত দিয়ে বসে, যা পরে পূরণ হয়ে গেলে সংসার ভেঙে যায়। তাই ফকিহগণ এ ধরনের শর্তযুক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৫৩: ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
(حلل الفروق بين "الطلاق" و"الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة)

ভূমিকা:

বিবাহ বিচ্ছেদ বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি হলো 'তালাক' এবং 'ফাসখ'। যদিও উভয়ের ফলাফল একই (স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ), কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে এদের উৎস, ক্ষমতা এবং বিধানে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উসুলুল ফিকহ ও হানাফি ফতোয়ার আলোকে এই পার্থক্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. সংজ্ঞা ও মূলগত পার্থক্য:

- **তালাক (الطلاق):** এর অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। এটি মূলত স্বামীর একছত্র অধিকার। স্বামী যখন নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ করে, তখন তাকে তালাক বলে।

- **ফাসখ (الفسخ):** এর অর্থ বাতিল বা রহিত করা (Cancellation)। যখন কাজীর রায় বা শরিয়তের কোনো বিধানের কারণে বিবাহের চুক্তিটি গোড়া থেকে বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন তাকে ফাসখ বলে।

২. তালাক ও ফাসখ-এর তুলনামূলক পার্থক্য (Farq):

পার্থক্যের বিষয়	তালাক (الطلاق)	ফাসখ (الفسخ)
১. অধিকার প্রয়োগকারী	এটি মূলত **স্বামীর অধিকার**। স্বামী নিজেই তা প্রয়োগ করতে পারে।	এটি মূলত **কাজী বা আদালতের অধিকার**। কাজীর রায় ছাড়া সাধারণত ফাসখ হয় না (মুতারা'আত ছাড়া)।
২. তালাকের সংখ্যা	তালাক দিলে তালাকের সংখ্যা কমে যায়। (যেমন: ৩টির মধ্যে ১টি দিলে আর ২টি বাকি থাকে)।	ফাসখ বা বিবাহ বাতিলের কারণে **তালাকের সংখ্যা কমে না**। (অর্থাৎ, পুনরায় বিয়ে করলে আবার ৩টি তালাকের মালিকানা পায়)।
৩. কারণ (Sabab)	তালাকের জন্য কোনো বিশেষ কারণ বা দোষ থাকা জরুরি নয়। স্বামী ইচ্ছা করলেই দিতে পারে।	ফাসখের জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট **শরিয়তসম্মত কারণ** থাকতে হবে (যেমন: স্বামী নিখোঁজ, নপুংসক, বা কুফু না হওয়া)।
৪. মহর (Mahr)	সহবাসের আগে তালাক দিলে **অর্ধেক মহর** দিতে হয়।	কোনো দোষের কারণে সহবাসের আগে ফাসখ হলে সাধারণত **মহর দিতে হয় না** (কারণ চুক্তিটিই বাতিল হয়ে গেছে)।
৫. ধরণ	তালাক রাজয়ী (ফেরতযোগ্য) বা বাইন (চূড়ান্ত) হতে পারে।	ফাসখ সবসময় **'বাইনে সুগরা'** (ছোট বিচ্ছেদ) হয়। অর্থাৎ বিবাহ সাথে সাথে ভেঙে যায়, রাজআতের সুযোগ থাকে না।

৩. উদাহরণসহ বিশ্লেষণ (Examples):

- তালাকের উদাহরণ:

করিম তার স্ত্রী রহিমকে বলল, "তোমাকে তালাক দিলাম"।

  - *ফলাফল:* এটি তালাক। করিম ইদ্দতের মধ্যে রহিমকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এবং তার মালিকানায় এখন ২টি তালাক অবশিষ্ট থাকল।

- ফাসখের উদাহরণ:

রহিমা আদালতে প্রমাণ করল যে তার স্বামী করিম বিয়ের পর থেকেই পাগল। আদালত যাচাই করে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ (ফাসখ) করে দিল।

  - *ফলাফল:* এটি ফাসখ। এখানে করিম চাইলেই রহিমকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তাদের পুনরায় বিয়ে করতে হবে। এবং পুনরায় বিয়ে করলে করিম আবার ৩টি তালাকের মালিক হবে (আগের বিচ্ছেদ তালাক হিসেবে গণনা হবে না—কোনো কোনো ফকিহ মতে)।

- বিশেষ দ্রষ্টব্য (হানাফি মত):

হানাফি মাজহাব মতে, কাজীর মাধ্যমে বিচ্ছেদ (তাফরীদ) অনেক সময় তালাক হিসেবেও গণ্য হয়। যেমন: স্বামী নপুংসক হলে বা ইলা করলে কাজীর বিচ্ছেদকে 'তালাক' ধরা হয়। কিন্তু 'খিয়ারুল বুলুগ' (নাবালিকার প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিয়ে প্রত্যাখ্যান)-এর বিচ্ছেদকে বিশুদ্ধ 'ফাসখ' ধরা হয়।

উপসংহার:

সারসংক্ষেপে, তালাক হলো বিবাহ নামক দালানটি ভেঙে ফেলা, আর ফাসখ হলো দালানটির ভিত্তিই উপড়ে ফেলা বা বাতিল করা। তালাক স্বামীর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা, আর ফাসখ হলো বিচার বিভাগীয় প্রতিকার যা সাধারণত নারীর অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। ফকিহ বা কাজীর জন্য এই পার্থক্য জানা জরুরি, যাতে ইদ্দত ও মহরের সঠিক ফয়সালা করা যায়।

প্রশ্ন-৫৪: রাজয়ী তালাক ও বাইন তালাকের মধ্যকার মূল পার্থক্য কী? বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান কী?

(ما هو الفرق الأساسي بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ وما هو حكم الزواج مرة أخرى بعد الطلاق البائن؟)

ভূমিকা:

তালাক প্রদানের পর বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকা না থাকার ওপর ভিত্তি করে তালাক প্রধানত দুই প্রকার: তালাকে রাজয়ী এবং তালাকে বাইন। পারিবারিক জীবনে এই দুই প্রকার তালাকের ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে সংসার জোড়া লাগানোর সুযোগ থাকে, অন্যটিতে সম্পর্ক ভেঙে যায়। নিম্নে এদের পার্থক্য ও বিধান আলোচনা করা হলো।

১. সংজ্ঞা (Ta'rif):

- **তালাকে রাজয়ী (الطلاق الرجعي):** যে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয় না এবং স্বামী চাইলে নতুন বিবাহ ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।
- **তালাকে বাইন (الطلاق البائن):** যে তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার (রাজআত) কোনো সুযোগ থাকে না।

২. রাজয়ী ও বাইন তালাকের মূল পার্থক্য (Fundamental Differences):

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে পার্থক্যগুলো ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	তালাকে রাজয়ী	তালাকে বাইন
১. সম্পর্কের স্থায়িত্ব	ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রী স্বামীর বিবাহরশিতেই থাকে।	তালাক উচ্চারণের সাথে সাথেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। স্ত্রী 'আজনবিয়া' (পরনারী) হয়ে যায়।

২. রাজআত (Ruju)	স্বামী একতরফাভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।	রাজআতের কোনো সুযোগ নেই। পুনরায় সংসার করতে চাইলে নতুন বিবাহ (আকদ) আবশ্যক।
৩. মহর ও ভরণপোষণ	ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী পূর্ণ ভরণপোষণ ও বাসস্থান পাবে।	হানাফি মতে বাইন তালাকেও ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ পায় (যদি না খুলার মাধ্যমে মাফ করে)।
৪. উত্তরাধিকার (Mirath)	ইদ্দত অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে একে অপরের ওয়ারিশ হয়।	তালাক হওয়ার সাথে সাথে উত্তরাধিকার স্বত্ব বাতিল হয়ে যায় (যদি না মরণব্যাধিতে তালাক দেয়)।
৫. সাজসজ্জা	ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করতে পারে (যাতে স্বামী আকৃষ্ট হয়ে ফিরিয়ে নেয়)।	বাইন তালাকের ইদ্দতে সাজসজ্জা করা হারাম (শোক পালন করতে হয়)।

৩. বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান:

তালাকে বাইন দুই ধরনের হতে পারে: বাইনে সুগরা (ছোট বাইন) এবং বাইনে কুবরা (বড় বাইন বা মুগাল্লাজা)। পুনরায় বিবাহের বিধান এর ওপর নির্ভর করে।

ক. বাইনে সুগরা (১ বা ২ তালাক) হলে:

যদি স্বামী ১ বা ২ তালাকে বাইন দেয় (যেমন: কিনায়া শব্দে তালাক দিল বা খুলার মাধ্যমে), তবে বিধান হলো:

- **ইদ্দতের মধ্যে বা পরে:** তারা চাইলে একে অপরকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।
- শর্ত:

১. নতুন করে মহর ধার্য করতে হবে।

২. নতুন করে আকদ (প্রস্তাব ও কবুল) হতে হবে।

৩. সাক্ষী থাকতে হবে।

৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: স্ত্রীর সম্মতি থাকতে হবে। রাজয়ী তালাকের মতো স্বামী জোর করে ফেরাতে পারবে না।

খ. বাইনে কুবরা বা মুগাল্লাজা (৩ তালাক) হলে:

যদি ৩ তালাক দেওয়ার ফলে বাইন হয়, তবে বিধান কঠোর:

- তারা সরাসরি পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না।
- **হালালা (Halala) শর্ত:** স্ত্রী ইদ্দত পালন শেষে অন্য পুরুষকে বিবাহ করবে, সেই স্বামীর সাথে সহবাস হবে এবং এরপর দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলে বা তালাক দিলে—আবার ইদ্দত পালন করে প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

উপসংহার:

তালাকে রাজয়ী হলো সংশোধনের সুযোগ, আর তালাকে বাইন হলো বিচ্ছেদ। বাইন তালাকের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করেছেন যে, শব্দের ব্যবহারে সতর্ক না হলে সহজ পথ (রাজআত) বন্ধ হয়ে কঠিন পথ (নতুন বিবাহ বা হালালা) সামনে আসতে পারে।

প্রশ্ন-৫৫: ইদ্দত (ইদ্দত শেষ হওয়া)-এর পর রাজয়ী তালাকের বিধান কী হয়? এক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কী কী শর্ত প্রযোজ্য?
(ما هو حكم الطلاق الرجعي بعد حلول العدة؟ وما هي الشروط التي تنطبق على الزواج مرة أخرى في هذه الحالة؟)

ভূমিকা:

'তালাকে রাজয়ী' স্বামীর জন্য একটি অনুগ্রহ বা সুযোগ। আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট সময়সীমা (ইদ্দত) দিয়েছেন যাতে স্বামী রাগ প্রশমিত করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তালাকের প্রকৃতি বদলে যায় এবং বিধান কঠোর হয়ে যায়।

১. ইদ্দত শেষ হওয়ার পর রাজয়ী তালাকের পরিণতি:

হানাফি ফিকহ ও 'হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে, যখন রাজয়ী তালাকের ইদ্দত (ঋতুবতী নারীর ৩ হায়েজ, অন্যের ৩ মাস) শেষ হয়ে যায়, তখন নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো ঘটে:

- **তালাকের রূপান্তর:** তালাকটি আর 'রাজয়ী' থাকে না, এটি **'বাইনে সুগরা'** (Bain Sughra)-তে পরিণত হয়।
- **বন্ধন ছিন্ন:** বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্ত্রী স্বামীর জন্য গায়ের মাহরাম বা পরনারীর মতো হয়ে যায়।
- **রাজআতের অধিকার বিলুপ্তি:** ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী আর চাইলেই বলতে পারবে না "তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম"। তার একতরফা অধিকার বাতিল হয়ে যায়।
- **পর্দার বিধান:** ইদ্দত শেষ হওয়ার পর থেকে স্ত্রীর সাথে দেখা দেওয়া বা নির্জনে থাকা জায়েজ নেই (যতক্ষণ না পুনরায় বিয়ে করে)।

২. নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি:

ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী যদি সেই স্ত্রীকে আবার ঘরে তুলতে চায়, তবে তা 'রাজআত' হিসেবে গণ্য হবে না, বরং 'পুনর্বিবাহ' হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য শরিয়ত নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেছে:

ক. নতুন আকদ (New Contract):

স্বামীর প্রস্তাব (ইজাব) এবং স্ত্রীর সম্মতি (কবুল) নতুন করে হতে হবে। আগের বিয়ের আকদ বাতিল হয়ে গেছে।

খ. স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতি (Rida):

ইদ্দতের ভেতরে স্বামীর ক্ষমতা ছিল স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ফিরিয়ে নেওয়ার। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। স্ত্রী যদি রাজি না থাকে, তবে স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে না।

গ. নতুন মহর (New Mahr):

উভয়ের সম্মতিতে নতুন করে মহর ধার্য করতে হবে। আগের মহর যদি বাকি থাকে তবে তা পরিশোধ করতে হবে এবং নতুন বিয়ের জন্য আলাদা মহর দিতে হবে।

ঘ. সাক্ষী (Witnesses):

সাধারণ বিয়ের মতো দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী থাকতে হবে।

ঙ. অভিভাবকের ভূমিকা (যদি থাকে):

কনের অনুমতি সাপেক্ষে অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে পড়ানো উত্তম।

৩. তালাকের সংখ্যার হিসাব:

পুনরায় বিবাহ করার পর স্বামীর মালিকানায় তালাকের সংখ্যা কমে যাবে।

- উদাহরণ: আগে ১টি রাজয়ী তালাক দিয়েছিল। ইদ্দত শেষে আবার বিয়ে করল। এখন স্বামীর হাতে আর মাত্র ২টি তালাকের ক্ষমতা বাকি থাকবে। ৩টি থাকবে না।

উপসংহার:

ইদ্দত হলো চিন্তাভাবনার সময়। এই সময় পার হয়ে গেলে রাজয়ী তালাক বাইন তালাকে পরিণত হয়। এটি স্বামীদের জন্য শিক্ষা যে, সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরবর্তীতে স্ত্রীর সম্মতি ও নতুন খরচের (মহর) বোঝা বহন করতে হয়। ফিকহুল মুয়াশারাহতে সময়ের এই গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-৫৬: ফাতওয়া ও হাশিয়ার আলোকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর আকল ও ইখতিয়ার (বিবেচনাবোধ ও স্বেচ্ছাধীনতা)-এর ভূমিকা আলোচনা কর।
(ناقش دور العقل والاختيار للزوج في إيقاع الطلاق على ضوء الفتاوى والحاشية)

ভূমিকা:
তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তালাকদাতার (স্বামীর) যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। হানাফি ফিকহ শাস্ত্রে এই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে 'আকল' (সুস্থ মস্তিষ্ক) এবং

'ইখতিয়ার' (স্বেচ্ছাধীনতা) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জোরপূর্বক তালাক এবং রাগের মাথার তালাক নিয়ে হানাফি মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য মাজহাব থেকে কিছুটা ভিন্ন ও কঠোর।

১. তালাক প্রদানে আকল (Intellect)-এর ভূমিকা:

'আকল' বা বোধশক্তি থাকা তালাকদাতার প্রথম শর্ত। কারণ, যার বোধশক্তি নেই, তার কথার কোনো আইনি মূল্য নেই।

- **পাগল (মাজনুন):** যে ব্যক্তি পুরোপুরি পাগল বা মস্তিষ্কবিকৃত, তার তালাক কোনোভাবেই পতিত হয় না।
    - *হাশিয়ার ব্যাখ্যা:* ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) বলেন, পাগলামি দুই প্রকার—স্থায়ী ও সাময়িক। সাময়িক পাগল যদি সুস্থ অবস্থায় তালাক দেয়, তবে তা কার্যকর হবে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত অবস্থায় দিলে হবে না।
- **ঘুমন্ত ব্যক্তি:** ঘুমের মধ্যে বা প্রলাপ বকা অবস্থায় তালাক দিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- **মাতাল অবস্থা:** যদি কেউ হারাম পানীয় (মদ) পান করে মাতাল হয় এবং সেই অবস্থায় তালাক দেয়, তবে **হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী তালাক কার্যকর হয়ে যাবে**। এটি তার অপরাধের শাস্তি। তবে ঔষধ বা হালাল পানীয় খেয়ে বেহুঁশ হলে তালাক হবে না।

২. তালাক প্রদানে ইখতিয়ার (Volition/Choice)-এর ভূমিকা:

'ইখতিয়ার' অর্থ হলো স্বেচ্ছায় বা নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা। স্বাভাবিক যুক্তিতে জোরপূর্বক কোনো কাজ করালে তা ধর্তব্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের বিধান স্বতন্ত্র।

ক. সাধারণ অবস্থা:

সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় স্বেচ্ছায় তালাক দিলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পতিত হবে।

খ. জবরদস্তিমূলক তালাক (Talaq al-Mukrah):

যদি কেউ স্বামীকে হত্যার হুমকি দেয় বা প্রচণ্ড মারধর করে তালাক দিতে বাধ্য করে, আর স্বামী জান বাঁচানোর জন্য তালাক দেয়—

- **হানাফি মাযহাবের বিধান:** এই তালাক **কার্যকর হয়ে যাবে**।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

হাদিস: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

অর্থ: "তিনটি বিষয় এমন যা সিরিয়াসলি করলে সিরিয়াস, আবার দুষ্টামি করে (বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে) করলেও সিরিয়াস (কার্যকর হয়): বিবাহ, তালাক এবং রাজআত।" (সুনানে আবু দাউদ)

৩. হাশিয়া ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ (The Analysis of Hashiyah):

আল্লামা শামী (রহ.) 'রদ্দুল মুহতার'-এ ইখতিয়ার ও রিদা (সন্তুষ্টি)-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন।

- **বিশ্লেষণ:** তিনি বলেন, জোরপূর্বক তালাকদাতার 'রিদা' (সন্তুষ্টি) নেই সত্য, কিন্তু তার 'ইখতিয়ার' (বাছাই করার ক্ষমতা) আছে। কারণ, সে দুটি বিপদের মধ্যে একটিকে বেছে নিয়েছে—হয় মৃত্যু/মার খাওয়া, না হয় তালাক দেওয়া। সে যখন তালাক দেওয়াকে বেছে নিল, তখন তার মুখ থেকে শব্দ বের হওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হয়ে গেল।
- **উদ্দেশ্য:** এর মাধ্যমে তালাকের শব্দের গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয়েছে, যাতে মানুষ এই শব্দ নিয়ে খেলা না করে।

৪. রাগের মাথার তালাক (Ghadab):

ইবনে আবিদীন (রহ.) রাগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. **সামান্য রাগ:** যাতে মানুষের জ্ঞান থাকে। এতে তালাক হবে।

২. **চরম রাগ:** যাতে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এবং পাগলের মতো হয়ে যায়। এই অবস্থায় তালাক **হবে না**। (তবে এটি প্রমাণ করা কঠিন)।

৩. **মধ্যম রাগ:** জ্ঞান আছে কিন্তু রাগের প্রাবল্য বেশি। এ অবস্থায় হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী তালাক **হয়ে যাবে**।

উপসংহার:

ফতোয়া ও হাশিয়ার আলোকে দেখা যায়, হানাফি ফিকহ তালাকের ক্ষেত্রে আকল বা সুস্থতাকে শর্ত করলেও, ইখতিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। জোরপূর্বক বা রাগের মাথায় দেওয়া তালাক কার্যকর বলে গণ্য করা হয় তালাকের শব্দের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য। তাই স্বামীদের উচিত চরম উত্তেজনার মুহূর্তে মুখ বন্ধ রাখা।

প্রশ্ন-৫৭: ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার ভিত্তিতে তালাক প্রদানের সময় স্বামীর ক্রোধ বা রাগের বিধান কী?

ما هو حكم غضب الزوج عند إيقاع الطلاق على أساس حاشية ابن (عابدين؟)

ভূমিকা:

তালাক সাধারণত রাগ বা ক্ষোভের বশবর্তী হয়েই দেওয়া হয়। খুব কম মানুষই হাসিমুখে শান্ত অবস্থায় তালাক দেয়। তাই রাগের মাথায় দেওয়া তালাক কার্যকর হবে কি না—এটি ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মাসয়ালা। হানাফি মাজহাবের শেষ সিদ্ধান্তকারী ইমাম, আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কালজয়ী গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার'-এ এ বিষয়ে এক বৈপ্লবিক ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ (তাহকীক) পেশ করেছেন।

রাগের প্রকারভেদ ও বিধান (Classification of Anger):

আল্লামা শামী (রহ.) রাগের অবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি অবস্থার পৃথক হুকুম বর্ণনা করেছেন। এই বিভাজনটি 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন'-এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১. প্রথম অবস্থা: প্রাথমিক বা সাধারণ রাগ (The Initial Stage):

অবস্থা: এই স্তরে মানুষের রাগ খুব বেশি থাকে না। তার হিতাহিত জ্ঞান পুরোপুরি লোপ পায় না। সে কী বলছে এবং কেন বলছে, তা বুঝতে পারে।

- **বিধান:** এই অবস্থায় তালাক দিলে সর্বসম্মতিক্রমে **তালাক কার্যকর (পতিত) হবে**। কারণ, তার আকল বা বিবেক কাজ করছে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা: চরম বা উন্মাদতুল্য রাগ (The Extreme Stage):

অবস্থা: রাগ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে পাগলের মতো হয়ে যায়। কী বলছে, কাকে বলছে বা এর ফলাফল কী—তা সে আদৌ বুঝতে পারে না। রাগের পরে তার কিছুই মনে থাকে না।

- **বিধান:** এই অবস্থায় তালাক দিলে **তালাক কার্যকর হবে না**।
- **দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন, *"ইগলাক (জ্ঞানশূন্য) অবস্থায় তালাক নেই।"* (আবু দাউদ)। চরম রাগকে ইগলাক বা পাগলামির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় অবস্থা: মধ্যবর্তী রাগ (The Middle Stage):

অবস্থা: এটি হলো উপরের দুই অবস্থার মাঝামাঝি। সে একদম পাগলও হয়নি আবার পুরোপুরি শান্তও নয়। সে বুঝতে পারছে যে সে তালাক দিচ্ছে, কিন্তু রাগের তীব্রতায় সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। তার বিবেকের ওপর রাগের প্রবল প্রভাব রয়েছে।

- **বিধান:** এই অবস্থাটি নিয়েই ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
    - **ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর ফয়সালা:** হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, এই মধ্যবর্তী অবস্থায় দেওয়া তালাকও **কার্যকর হয়ে যাবে**।
    - **যুক্তি:** কারণ, সে পাগল হয়ে যায়নি। সে জানত যে তালাক দেওয়া হচ্ছে। শরিয়ত তালাকের বিষয়টিকে ছেলেখেলা বানাতে নিষেধ করেছে, তাই নিয়ন্ত্রণ হারানোর অজুহাত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

শামীর বিশেষ বিশ্লেষণ (Tahqiq of Shami):

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ মানুষ দাবি করে যে তারা রাগের মাথায় তালাক দিয়েছে এবং তাদের জ্ঞান ছিল না। যদি রাগের অজুহাতে সব তালাক বাতিল করা হয়, তবে তালাকের বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে। তাই তিনি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন:

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আকল বা মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকৃত না হবে (পাগলের মতো), ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের কথা (তালাক) ধর্তব্য হবে।"

প্রমাণ করার উপায়:

রাগের মাথায় তালাক হয়েছে কি না, তা কেবল মুখের দাবিতে হবে না। সাক্ষীদের বর্ণনা এবং পরিস্থিতির (কুরিনাহ) ওপর ভিত্তি করে কাজীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, রাগটি 'চরম' পর্যায়ে ছিল কি না।

উপসংহার:

সারকথা হলো, হানাফি ফিকহে রাগের মাথায় দেওয়া তালাক সাধারণত কার্যকর হয়ে যায়, যদি না তা পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছায়। আল্লামা ইবনে আবিদীনের এই বিশ্লেষণ পারিবারিক আইন ও ফতোয়ার জগতে একটি মাইলফলক, যা তালাকের অপব্যবহার রোধে কঠোর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৫৮: কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী কাজীর (বিচারক) মাধ্যমে তালাকের দাবি করতে পারে? হানাফি ফিকহে 'তাফরীক' (বিচ্ছেদ)-এর বিধানগুলো আলোচনা কর।

(في أي حالات يحق للزوجة المطالبة بالطلاق عن طريق القاضي؟ ناقش أحكام "التفريق" في الفقه الحنفي)

ভূমিকা:

ইসলামে তালাকের চাবিকাঠি স্বামীর হাতে থাকলেও, স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা হয়নি। স্বামী যদি জুলুম করে বা স্ত্রীর অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। বিচারকের রায়ের মাধ্যমে এই বিচ্ছেদকে ফিকহের পরিভাষায় 'তাফরীক' (تفريق) বা বিচারিক বিচ্ছেদ বলা হয়।

তাফরীক-এর সংজ্ঞা:

কাজী বা বিচারক যখন শরিয়তসম্মত কারণে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন, তখন তাকে তাফরীক বলে। হানাফি মতে এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'তালাক' এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ফাসখ' (বিবাহ বাতিল) হিসেবে গণ্য হয়।

তাফরীকের কারণ ও পরিস্থিতি (Grounds for Judicial Divorce):

মূল হানাফি মাজহাবে তাফরীকের সুযোগ খুবই সীমিত। তবে সমসাময়িক প্রয়োজনে হানাফি ফকিহগণ মালেকি মাজহাবের কিছু মত গ্রহণ করেছেন (বিশেষ করে ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে)। নিচে প্রধান পরিস্থিতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. স্বামী নপুংসক বা অক্ষম হলে (العيوب التناسلية):

যদি বিয়ের পর স্ত্রী জানতে পারে যে স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম (পুরুষত্বহীন) এবং তার সাথে সহবাস করতে পারেনি।

- **বিধান:** স্ত্রী কাজীর কাছে নালিশ করলে কাজী স্বামীকে চিকিৎসার জন্য এক বছর (চান্দ্র বর্ষ) সময় দেবেন। এরপরও সুস্থ না হলে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ (তাফরীক) করে দেবেন। এটি 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে।

২. লি'আন (اللِّعَان):

স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয় (ব্যভিচারের অভিযোগ) কিন্তু প্রমাণ করতে না পারে।

- **বিধান:** উভয়ে কাজীর সামনে কসম খাওয়ার পর কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। একে 'তাফরীক বিল লি'আন' বলে।

৩. স্বামী নিখোঁজ হলে (المفقود):

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়।

- **মূল হানাফি মত:** সমবয়সীদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

- **ফতোয়া:** বর্তমান যুগে মালেকি মাজহাব অনুযায়ী **৪ বছর** অপেক্ষা করার পর কাজী বিচ্ছেদের রায় দিতে পারেন।

৪. ভরণপোষণ না দিলে (عدم الإنفاق):

স্বামী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে খরচ না দিলে।

- **মূল হানাফি মত:** এজন্য জেলে পাঠানো যাবে, কিন্তু বিচ্ছেদ হবে না।
- **গৃহীত ফতোয়া:** যদি জুলুমের পর্যায়ে পৌঁছায় এবং স্ত্রী জীবনধারণে অক্ষম হয়, তবে কাজী বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

৫. ধর্মত্যাগ বা ইরতিদাদ (الردة):

স্বামী যদি (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ত্যাগ করে, তবে কাজীর রায় ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে কাজীর মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া জরুরি।

১৯৩৯ সালের আইনের প্রভাব:

ভারতীয় উপমহাদেশে হানাফি মাজহাবের কঠোরতা লাঘব করতে আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে 'হিলাতুন নাজিযাহ' গ্রন্থের ভিত্তিতে ১৯৩৯ সালে আইন পাস হয়। এতে অতিরিক্ত কিছু কারণে তাফরীক বৈধ করা হয়েছে:

- স্বামী ৪ বছরের বেশি কারাদণ্ড প্রাপ্ত হলে।
- স্বামী পাগল বা কুষ্ঠ রোগী হলে।
- স্বামী স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করলে।

উপসংহার:

'তাফরীক' হলো নির্যাতিতা নারীদের শেষ আশ্রয়স্থল। হানাফি ফিকহ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক, যাতে সামান্য কারণে সংসার না ভাঙ্গে। তবে নারীর মৌলিক অধিকার খর্ব হলে ফকিহগণ কাজীর মাধ্যমে বিচ্ছেদের পথ উন্মুক্ত রেখেছেন।

প্রশ্ন-৫৯: তালাক সংক্রান্ত মাসয়ালাগুলোতে 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক' (মূলনীতি থেকে মাসয়ালা বের করা ও প্রমাণিত করা)-এর ক্ষেত্রে হাশিয়ার ভূমিকা কী? (ما هو دور الحاشية في "التوليد" و "التحقيق" للمسائل المتعلقة بالطلاق؟)

ভূমিকা:

ফিকহ শাস্ত্র একটি বিশাল সমুদ্র। যুগে যুগে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, যার সরাসরি সমাধান কুরআন-হাদিস বা পূর্ববর্তী কিতাবে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ফকিহগণ 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক'-এর মাধ্যমে সমাধান বের করেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) কিতাব, বিশেষ করে ইবনে আবিদীনের 'হাশিয়া' (রদ্দুল মুহতার) এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

সংজ্ঞা ও ধারণা:

- **তাওলীদ (التوليد):** মূলনীতি (উসুল) ব্যবহার করে নতুন কোনো সমস্যার সমাধান বা মাসয়ালা বের করা।
- **তাহকীক (التحقيق):** একাধিক মতামতের মধ্য থেকে দলিল ও যুক্তির ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সঠিক মতটি যাচাই বা নির্বাচন করা।

তালাকের মাসয়ালায় হাশিয়ার ভূমিকা:

১. জটিল শব্দের ব্যাখ্যায় (In explaining ambiguity):

তালাকের 'কিনায়া' (অস্পষ্ট) শব্দগুলো প্রতিটি যুগের ভাষা ও সংস্কৃতির (উরফ) ওপর নির্ভরশীল।

- **হাশিয়ার অবদান:** আল্লামা শামী (রহ.) তার হাশিয়ায় দেখিয়েছেন যে, কোনো শব্দ এক যুগে কিনায়া থাকলেও পরবর্তী যুগে তা 'সরীহ' (স্পষ্ট) হতে পারে। যেমন ফারসি বা স্থানীয় ভাষায় প্রচলিত তালাকের শব্দগুলো নিয়ে তিনি 'তাহকীক' করেছেন এবং নতুন বিধান 'তাওলীদ' করেছেন।

২. মতভেদ নিরসনে (Resolving conflicts):

হানাফি মাজহাবে ইমামদের মধ্যে এবং পরবর্তী মাশায়েখদের মধ্যে অনেক মাসয়ালায় মতভেদ রয়েছে।

- **হাশিয়ার অবদান:** 'রদ্দুল মুহতার'-এর লেখক হাজার হাজার কিতাব মন্থন করে ঘোষণা করেছেন কোনটি 'জাহিরুর রিওয়াত' (মূল মত) আর কোনটি দুর্বল। যেমন—রাগের মাথার তালাক বা শর্তযুক্ত তালাকের ক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী মতটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৩. নতুন সমস্যার সমাধান (Addressing new issues):

ইবনে আবিদীনের যুগে এমন কিছু সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল যা পূর্বে ছিল না।

- **উদাহরণ:** কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে চিঠি লিখে বা অন্যের দিয়ে লিখিয়ে তালাক পাঠায় (মারসুমাহ), তবে তার বিধান কী? শামী (রহ.) বিস্তারিত 'তাহকীক' করে এর শর্তাবলি ঠিক করে দিয়েছেন, যা আজও ইমেইল বা এসএমএস তালাকের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৪. ফতোয়ার ভিত্তি (Basis of Fatwa):

বর্তমানে সারা বিশ্বে হানাফি ফতোয়া বিভাগের প্রধান অবলম্বন হলো এই হাশিয়া। তালাকের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে মুফতিরা অন্য কিতাবের ওপর ভরসা না করে শামীর 'তাহকীক'কেই চূড়ান্ত মনে করেন। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী সকল বিভ্রান্তি দূর করে বিশুদ্ধ মাসয়ালাগুলো সংকলন করেছেন।

উপসংহার:

তালাক সংক্রান্ত মাসয়ালায় 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' কেবল একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়, বরং এটি ফিকহের একটি চূড়ান্ত ফিল্টার। 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক'-এর মাধ্যমে এটি হানাফি ফিকহকে যুগোপযোগী ও নির্ভুল রেখেছে।

প্রশ্ন-৬০: ফিকহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবুত তালাকের কোন কোন জটিল মাসয়ালাকে সহজ করে উপস্থাপন করেছে—বিশ্লেষণ কর।

حلل المسائل المعقدة التي سهلها كتابا "الدر المختار" و "رد المحتار" في (كتاب الطلاق من بين الكتب الفقهية) [4]

ভূমিকা:

হানাফি ফিকহের বিশাল ভাণ্ডারে 'আদ-দুররুল মুখতার' (মূল কিতাব) এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' (শামী) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিশেষ করে 'কিতাবুত তালাক' বা তালাক অধ্যায়ে এমন অনেক জটিল ও দুরূহ মাসয়ালা ছিল, যা এই দুই কিতাবে অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এই কিতাব দুটির অবদান অপরিসীম।

১. আদ-দুররুল মুখতার-এর অবদান (Simplification by Durrul Mukhtar):

আল্লামা হাসকাফী (রহ.) রচিত এই কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ (জামি ও মানি)।

- **সংজ্ঞার আধুনিকায়ন:** তিনি তালাকের সংজ্ঞায় 'রফে কাইদ' (বন্ধন মুক্তি) শব্দ ব্যবহার করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তালাকের হাকিকত বুঝিয়েছেন।
- **কিনায়া শব্দের বিন্যাস:** পূর্বে কিনায়া শব্দের বিধানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। 'দুররুল মুখতার'-এ তিনি এগুলোকে ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন (জবাবমূলক, গালিগালাজমূলক, প্রত্যাখ্যানমূলক) এবং প্রতিটির হুকুম আলাদা করেছেন। এতে ছাত্রদের মুখস্ত করা সহজ হয়েছে।

২. রদ্দুল মুহতার (শামী)-এর অবদান (Clarification by Raddul Muhtar):

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) 'দুররুল মুখতার'-এর জটিল অংশগুলোকে ব্যাখ্যা করে পানির মতো সহজ করেছেন।

ক. এক মজলিসে তিন তালাক প্রসঙ্গ:

এই মাসয়ালাটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছিল। শামী (রহ.) অত্যন্ত দালিলিক প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কেন এটি 'বিদআত' হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর হবে। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর ইজমা এবং শরিয়তের 'সাদদে যারাই' (পাপের পথ বন্ধ করা) নীতির আলোকে এটি পরিষ্কার করেছেন।

খ. ইকরাহ বা জবরদস্তির তালাক:

জোরপূর্বক তালাক কেন কার্যকর হবে—এটি সাধারণ যুক্তিতে ধরে না। শামী (রহ.) এখানে 'ইখতিয়ার' (বাছাই ক্ষমতা) এবং 'রিদা' (সন্তুষ্টি)-এর পার্থক্য দেখিয়ে এক জটিল দার্শনিক সমাধান দিয়েছেন, যা ফিকহ শাস্ত্রের এক বিস্ময়।

গ. সন্দেহের তালাক (Talaq al-Shakk):

স্বামী যদি সন্দেহে পড়ে যে সে তালাক দিয়েছে কি না, বা দিলে কয়টা দিয়েছে?

- **সমাধান:** শামী (রহ.) মূলনীতি দিয়েছেন—*"ইয়াকিন বা নিশ্চিত জ্ঞান সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।"* অর্থাৎ, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। এই নীতির প্রয়োগ তিনি শত শত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন।

৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও ফতোয়া:

অন্যান্য কিতাবে (যেমন হেদায়া বা কাঞ্জ) কেবল মাসয়ালা বলা হয়েছে, কিন্তু 'কেন' বা 'কীভাবে' তা সবসময় বলা হয়নি। 'রদ্দুল মুহতার' প্রতিটি মাসয়ালার পেছনের যুক্তি (ইল্লত) এবং বর্তমান যুগের ফতোয়া (মুফতা বিহি কওল) উল্লেখ করেছে।

উপসংহার:

'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' তালাক অধ্যায়ের জটিল জটগুলো খুলে দিয়েছে। এই কিতাব দুটি না থাকলে হানাফি ফিকহের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় অস্পষ্ট থেকে যেত। শিক্ষার্থীদের জন্য এই দুটি গ্রন্থ তালাকের মাসয়ালা বোঝার জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।